ekdin_page_1_Layout 1 6/12/2025 10:58 PM Page 1

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রবীন্দ্রনগর প্রসঙ্গে পুলিশকে তুলোধোনা রাজ্য সভাপতি সুকান্তর

বুথের ভিতরে-বাইরে পূর্ণাঙ্গ লাইভ স্ট্রিমিং ২

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৫ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৬১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.06.2025, Vol.18, Issue No. 361, 8 Pages, Price 3.00

শোকপ্রকাশ

আমদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। এটি এক হৃদয়বিদারক বিপর্যয়। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা ও প্রার্থনা জানাই।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

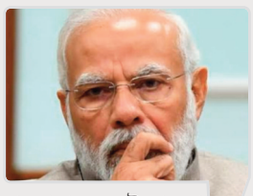

আমদাবাদে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে। এটি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই দুঃখের মুহূর্তে আমি সকল ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনা হৃদয়বিদারক। যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের পরিবারের সদস্যরা যে যন্ত্রণায় ভুগছেন, তা কল্পনাতীত। এই কঠিন সময়ে আমি তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জানাই।

রাহুল গান্ধি

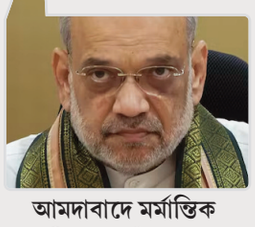

আমদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা, যা বেদনাদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

অমিত শাহ

আকস্মিক এই ঘটনায় মর্মাহত। এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক সংবাদ। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু-উড়ান

বিমান ভেঙে পড়ার মুহূর্তের ছবি।

লোকালয়ে ধ্বংস বিমান, বিপর্যয়ের বলি ২৬১

আমদাবাদ, ১২ জুন: ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা গুজরাতে।

গুজরাতে আমদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরুর পাঁচ মিনিট পরেই ভেঙে পড়ে লন্ডনগামী বিমানটি। অসামরিক বিমান পরিবহণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ডিজিসিএ) জানিয়েছে, বিমানটিতে ২৪২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৩০ জন যাত্রী এবং ১২ জন বিমানকর্মী। ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ওড়ার কিছু ক্ষণ পরেই বিমানের লেজের অংশটি নীচের দিকে নামতে নামতে হঠাৎ মাটিতে ভেঙে পড়ে। বিমানটি ভেঙে পড়েছে বিমানবন্দর চত্বরের মধ্যেই। ঠিক তার পাশেই মেগানিনগর এলাকা। উল্লেখ্য, বোয়িং ড্রিমলাইনার ৭৮৭ বিমানটিতে প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি মজুত ছিল। কারণ আমদাবাদ থেকে লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল সেটির। এই কারণেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হয় উড়ানটি মাটিতে আছড়ে পড়তেই। তবে, ঠিক কি কারণে এই দুর্ঘটনা তা স্পষ্ট নয়। ব্ল্যাকবক্স খুঁজে পাওয়ার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত প্রতিটি ব্যক্তির পরিবারকে ১ কোটির আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত প্রতিটি ব্যক্তির পরিবারকে ১ কোটি টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেবে টাটা গোষ্ঠী, ঘোষণা টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরনের। তবে, প্রথমে বিমানটির সকল যাত্রীকেই মৃত বলে ঘোষণা করা হলেও পরে জানা যায়, আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছেন এক যাত্রী।

দুর্ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু। উদ্ধারাকার্য কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন মোদী মন্ত্রিসভার এই সদস্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে আমদাবাদ পৌঁছে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে স্থানীয় সিভিক হাসপাতালে যান তিনি। এর আগে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গুজরাতের ভূপেন্দ্র প্যাটেল, অসামরিক বিমান মন্ত্রী রামমোহন নাইডু কিঞ্জারাপু, গুজরাতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হর্ষ সাংভি প্রমুখ।

এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এআই ১৭১ বিমানটিতে একটি ৭৮৭-৮ বিমান। ৩০০ যাত্রী বহনের ক্ষমতা ওই বিমানের। এদিন বিমানটিতে মোট ২৪২ জন যাত্রী সওয়ার ছিলেন। যাত্রীদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ১৬৯ জন। ৫৩ জন ব্রিটিশ নাগরিকও সওয়ার ছিলেন বিমানে। পাশাপাশি, কানাডার ১ নাগরিক, পর্তুগালের ৭ নাগরিক সওয়ার ছিলেন বিমানটিতে। যাত্রীদের পরিবারের জন্য হটলাইন নম্বর ১৮০০ ৫৬৯১ ৪৪৪ চালু করেছে এয়ার ইন্ডিয়া।

ফ্লাইটরাডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী, বিমানটি যখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬৫০ ফুট উপরে ছিল সেই সময়েই সেটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিমানটি মিনিটে ৪০০ ফুট গতিতে নীচে নেমে আসছিল। তার পরেই লোকালয়ে ভেঙে পড়ে। বিমান যখন দ্রুতগতিতে নীচে নেমে আসছিল, সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পাইলটের হাতে এক মিনিটও সময় ছিল না। বিমান বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান যখন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, সেই সময়ে সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২৫ ফুট উঁচুতে ছিল। যদি বিমান ৩৫ হাজার ফুট উপরে থাকত, তা হলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কিছুটা সময় পেতেন পাইলট এবং ক্রু সদস্যেরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রানওয়ে ছেড়ে ওড়ার পর মাত্র ৬২৫ ফুট উচ্চতায় বিমানটি উঠেছিল। ফলে পাইলট কোনও কিছু করার সুযোগই পাননি।

■ এরপর ২-এর পাতায়

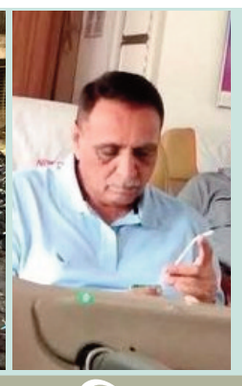

অলৌকিক ভাবে বেঁচে ফিরলেন এক যাত্রী।

তখন জীবিত বিজয় রূপানি।

ভারতে কিছু উল্লেখযোগ্য বিমান দুর্ঘটনা

এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৮২ (২৩ জুন, ১৯৮৫) আটলান্টিক মহাসাগরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু ৩২৯ জনের।

এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ৮৫৫, বোয়িং ৭৪৭ (১ জানুয়ারি, ১৯৭৮) মুম্বইয়ের কাছে দুর্ঘটনায় মৃত্যু২১৩ জনের।

অ্যালায়েন্স এয়ার (জুলাই, ২০০০) পাটনার আবাসিক এলাকায় বিধ্বস্ত হয়। ৫০ জনের বেশি প্রাণ হারান।

এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৩৭ (মে, ২০১০) ম্যাঙ্গালুরু বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে ছিটকে খাদে পড়ে যায়। এ দুর্ঘটনায় ওই বিমানে থাকা ১৫৮ আরোহীর সবাই নিহত হন।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস বোয়িং ৭৩৭ (অগস্ট, ২০২০) কোঝিকোড়ে বিমান দুর্ঘটনা। ১৮ জন নিহত হন।

অভিশপ্ত যাত্রা

- বিমানে ২৪২ জন ছিলেন।
- ২১৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৩ জন শিশু ছিল।
- ১৬৯ ভারতীয়, ৫৩ ব্রিটিশ, ১ কানাডিয়ান, ৭ পর্তুগিজ যাত্রী ছিলেন।
- বিপদ বুঝে এটিসিকে 'মে ডে' বার্তা দেন পাইলট।
- সব শেষে দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে পাখির ধাক্কার কথা উল্লেখ করেছে ডিজিসিএ।

বাংলাদেশে রবি ঠাকুরের বাড়ি ভাঙচুর, নিন্দায় পদ্ম

ঢাকা, ১২ জুন ফের একবার পদ্মাপাড়ের চরম অরাজকতা, নির্লজ্জতা প্রকাশ্যে এল। অরাজকতা গ্রাস করছে বাংলাদেশকে। এবার রেহাই মিলল না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারিবাড়িরও।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈত্রিক ভিটেয় চলল ব্যাপক ভাঙচুর। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত রবীন্দ্র যাদুঘর। প্রবল অশান্তির পর অনির্দিষ্টকালের জন্য দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটিতে প্রত্যেকদিন বহু মানুষ ভিড় জমান। ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত দোতলা বাড়িটি বর্তমানে বাংলাদেশ

সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগের অধিগ্রহণে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুরে সেখানে ঘুরতে আসা এক পরিবারের সঙ্গে বচসা বাঁধে বাড়িটির দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের। পার্কিং সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত হয়। যা বচসা থেকে হাতাহাতিতে গড়ায়। অভিযোগ, ওই দর্শনার্থীদের আটকে রেখে মারধর করা হয়।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে ঐতিহাসিক বাড়িটির নিরাপত্তা ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ী কবির বাড়িতে ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা কেন করা হল না? উন্মত্ত জনতা যখন ঢুকে ভাঙচুর চালাচ্ছিল, তখন পুলিশ-প্রশাসন কী করছিল?

গোলমালকে কেন্দ্র করে শাহজাদপুর প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে বিক্ষোভ

■ এরপর ২-এর পাতায়

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

■ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জের পৈতৃক ভিটেতে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি, প্রতিবেশী দেশের সরকারের কাছে এই ঘটনার জবাবদিহি চেয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপের আর্জিও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডিএনএ নমুনা

■ আমদাবাদ, ১২ জুন বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের অধিকাংশের লাশই চেনা যাচ্ছে না। দ্রুত তা শনাক্ত করার জন্য পরিবারের কাছ থেকে ডিএনএ নমুনা চাইল গুজরাত প্রশাসন। আমদাবাদের বিজে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডিএনএ নমুনা দিতে বলা হয়েছে।

'এএআইবি'

■ আমদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত করবে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা 'এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বুরো' (এএআইবি)। এক সরকারি আধিকারিককে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ওই তদন্তকারী সংস্থার ডিজি এবং তদন্তকারী অফিসার শীঘ্রই ঘটনাস্থলে যাবেন। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগত ভাবে গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।

বিধানসভায় ওয়াক আউট, রাজ্যপালের কাছে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদ: মহেশতলার সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদ ঘিরে পূর্ব ঘোষণা মতোই বৃহস্পতিবার রাজ্য বিধানসভায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছয়। বিজেপি মুলতুবি প্রস্তাব এনে অধিবেশনে দাবি তোলে, অন্য সব কর্মসূচি স্থগিত রেখে এই ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক এবং মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়া হোক।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সেই দাবি খারিজ করে দিলে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান ওঠে, গেরুয়া পতাকা এবং

মহেশতলার ঘটনার ছবি-সহ পোস্টকার্ড হাতে বিক্ষোভ চলে প্রায় একঘণ্টা।

এরপর শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা অধিবেশন থেকে ওয়াক আউট করেন এবং মিছিল করে রাজভবনের উদ্দেশে রওনা দেন। তাঁদের দাবি, মহেশতলার ঘটনায় সরকারের ভূমিকা পক্ষপাতদুষ্ট এবং রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মাথায় তুলসি গাছের চারা নিয়ে খালি পায়ে মিছিলের নেতৃত্ব দেন বিরোধী দলনেতা। মহেশতলার রবীন্দ্রনগর থানার কাছে দুষ্কৃতীদের হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন একটি পবিত্র তুলসি গাছ, যা প্রদান করেন বিজেপির মহিলা বিধায়করা।

বিরোধী দলনেতা জানান, 'গতকাল মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মহেশতলা

■ এরপর ২-এর পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩৭৩ নং এফিডেভিট বলে Arindam Roy Sarkar S/o. Ardhendu Roy Sarkar ও Arindam Roysarkar S/o. Ardhendu Roysarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjit Pal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kartik Pal ও P. Ch. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৩৪৭ নং এফিডেভিট বলে Samaresh De S/o. Mihir Kumar De ও Samaresh Dey S/o. M. K. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২০২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৯৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Bali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Motilal Bali ও Surajit Bali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১২/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৪৯৬ নং এফিডেভিট বলে Md. Nahal ও Md. Nehal S/o. Md. Jamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স ভুলবশত JITENDRA KUMAR S/o R N Singh নাম Record আছে (WB-23-19990015113) 09/06/2025 তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি JITENDRA KUMAR SINGH পিতা RAM NANDAN SINGH নামে পরিচিতি হইলাম।

নাম-পদবী

আমি Prasenjit Malik S/o. Hemanta Malik গত ইং ১০/০৬/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Shaikh Ahmed নামে পরিচিত হইয়াছি। ১০/০৬/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে ৪৫৮৭ নং এফিডেভিট বলে Shaikh Ahmed ও Prasenjit Malik S/o. Hemanta Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Swapan Dutta**, S/o Lt. Gouranga Dutta, residing at Sreepally, Bandipur, P.O. Rahara, P.S. Khardha, North 24 Parganas, West Bengal - 700118, shall henceforth also be known as **Swapan Kumar Dutta**, as declared before the Judicial Magistrate, Kolkata, vide Affidavit No. 2646 dated 11.06.2025. **Swapan Dutta** and **Swapan Kumar Dutta** refer to the same and identical person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই জুন। ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ শুক্র বার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকদের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী গীতা ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺অসিত কুমার চ্যাটার্জ্জী সাকিম ৩/৪৫৪৪ কেওটা গড়বাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, হাল সাকিম ২০৪ ভাগিরথী ব্লক, সিদ্ধার্থ প্যারাডাইস, পন্ডিত ওয়ারী দেরাদুন, প্রেমনগর, উত্তরাখন্ড-২৪৮০০৭ মহাশয়া বিগত ইং ২৬/০৯/২০২২ তারিখে এস.আর.ও, দেরাদুন-I, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 2022/0401/4/282 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **মিস রীতিকা ব্যানার্জ্জী** পিতা পুলক ব্যানার্জ্জী সাকিম ২০৪ ভাগিরথী ব্লক, সিদ্ধার্থ প্যারাডাইস, পন্ডিত ওয়ারী দেরাদুন, প্রেমনগর, উত্তরাখন্ড-২৪৮০০৭, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৩/১০/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6210/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী মনোজ সাহা** পিতা শ্রী মধুসুদন সাহা সাকিম কালিতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০ মহাশয়কে ১ কাঠা ১০ ছটাক ৩৭.৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, ৮ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৫২৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ১১৮৭ তথা হাল এল.আর. ২৪২৩ নং দাগে বাস্তু জমি ১ কাঠা ১০ ছটাক ৩৭.৫ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী মনোজ সাহা** পিতা শ্রী মধুসুদন সাহা তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী অর্চনা রায়** স্বামী ৺শক্তিপদ রায়, সাকিম ১০/১২/এ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রোড, দক্ষিণেশ্বর, আলমবাজার, বেলঘড়িয়া, কোলকাতা-৭০০০৩৫, **২)শ্রীমতী শিবানী মিত্র** স্বামী শ্রী অচিন্ত্য মিত্র, সাকিম ৩০/৬৬ আটাপাড়া লেন, দমদম, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭০০০৫০, **৩)শ্রী সঞ্জয় দে** পিতা ৺সৌমেন্দ্র মোহন দে, সাকিম বৈকুন্ঠপুর এস পি মুখার্জ্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **৪)শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ** পিতা ৺ভবেন্দ্রনাথ ঘোষ, **৫)শ্রী পার্থপ্রতীম ঘোষ, ৬)শ্রী প্রসুন ঘোষ**, ৫ ও ৬নং এর পিতা শ্রী প্রভাত কুমার ঘোষ, ৪ থেকে ৬নং এর সাকিম গঙ্গা এ্যাপার্টমেন্ট রামরাজাতলা, হাওড়া-৭১৩৪৯৮, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-239/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺রামপদ ভট্টাচার্য্য সাকিম ৬৮ এস পি মুখার্জ্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5175/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সঞ্জয় বাছাড়** পিতা রঞ্জিত বাছাড়, সাকিম ২নং কলোনী, ছোট খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ২৫ কাঠা বা ৪১.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা গজঘন্টা, ৪১ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৮৪ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৭৯ নং দাগে, পুকুর ষোল আনায় ৩.৮৮ একর মধ্যে ২৫ কাঠা বা ৪১.২৫ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সঞ্জয় বাছাড়** পিতা রঞ্জিত বাছাড়, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা মীরা ঘোষ** স্বামী ৺বরুন ঘোষ ওরফে বরুন চন্দ্র ঘোষ, **২)শ্রী সুমন্ত ঘোষ** উভয়ের সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী সুনন্দা কোলে** স্বামী গোপাল কোলে সাকিম বউবাজার বটতলা চন্দননগর, খলিসানী, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৮, **৪)শ্রীমতী সুপর্ণা নিয়োগী** স্বামী শ্রী বিকাশ নিয়োগী, সাকিম দিগড়া দক্ষিণ পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৫)শ্রীমতী সুচন্দ্রা পাল**, স্বামী শ্রী বিকাশ পাল, সাকিম পালপাড়া ছুটিপুর, নান্দা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১২৫, ২-৫নং এর পিতা ৺বরুন ঘোষ ওরফে বরুন চন্দ্র ঘোষ, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৫/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8207/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী প্রশান্ত ধর** পিতা ৺প্রানেশ ধর, সাকিম কাজিডাঙ্গা জোড়া অশ্বত্থতলা, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8235/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ** স্বামী সুরজ প্রসাদ হাল সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণ(রায়পাড়া), দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, সাং লোকোপাড়া শিতলা স্থান, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়াকে ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ৩৫৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭৯০ তথা হাল এল.আর. ৮৫৬ নং দাগে, বাগান জমি ০২ কাঠা ০৩ ছটাক ২৮ বর্গফুট অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী প্রমিলা প্রসাদ** স্বামী সুরজ প্রসাদ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী মহেশ্বর দাস** পিতা ৺তারক চন্দ্র দাস, **২)শ্রীমতী মঙ্গলা দাস** স্বামী শ্রী মহেশ্বর দাস উভয়ের সাকিম আকনা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৬/০৯/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-182/12 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রীমতী মীনাক্ষী মিত্র** স্বামী শ্রী দেবব্রত মিত্র সাকিম ধরমপুর মহিষমর্দ্দিনীতলা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১১/০২/২০১৩ ও ০৪/১২/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-752/2013 ও I-6000/2013 নং দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কুনাল ঘোষ** পিতা শ্রী কমল ঘোষ সাকিম ১২৮/১ বীরেশ্বর চ্যাটারজ্জী ষ্ট্রীট, বালী, হাওড়া মহাশয়কে ২ কাঠা ০৬ ছটাক ০৭ বর্গফুট ও ২ কাঠা ০০ ছটাক ০৭ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে উক্ত **শ্রী কুনাল ঘোষ** মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৯/১০/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2667/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9166/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুদেব মিস্ত্রী** পিতা শ্রী সুধীর মিস্ত্রী সাকিম ১নং কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ২ কাঠা ০৫ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, ১৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর ১৫৮ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ২৯০ তথা হাল এল.আর. ৩৪১ নং দাগে, কলা বাগান ষোল আনায় ৬৯ শতকের মধ্যে ০.৩২২৫ অংশে ২৫ শতক তন্মধ্যে ১ কাঠা ০৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট, ও ২)সাবেক ২৯১ [illegible] অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুদেব মিস্ত্রী** পিতা শ্রী সুধীর মিস্ত্রী তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ওন্দা এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেঃ কৃত IV - **010800058/2020** নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ১/ শ্রীমতী অনিমা দে স্বামী শ্রী অশোক কুমার দে সাকিম কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, পোঃ ও থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া, উক্ত দাতা শ্রী অমিত কুমার চৌধুরী পিতা মদন মোহন চৌধুরী, সাকিম কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, পোঃ ও থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন । ২/ প্রতিমা বেন সুনিল ভাই চৌধুরী পিতা সুনীল চৌধুরী ৩/ সবিতা সুনীল কুমার চৌধুরী স্বামী আদিতা গোস্বামী ৪/ সুমিত কুমার সুনীল কুমার চৌধুরী পিতা সুনীল কুমার চৌধুরী সাকিম কৃষ্ণগঞ্জ, পোদ্দারপাড়া, বিষ্ণুপুর, পোঃ ও থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগন গত ইংরাজী ০৬/০২/২০২৫ তারিখে গুজরাট আমেদাবাদ অফিসে ৩২৯৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে শ্রী অমিত কুমার চৌধুরী পিতা মদন মোহন চৌধুরী, সাকিম কৃষ্ণগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, পোঃ ও থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন । উক্ত দাতাগনের পক্ষে নিযুক্তিয় আমমোক্তার উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলমুলে তাহার জেলা বাঁকুড়া থানা ওন্দা এর অধীন ২৪০ নং জে. এল. বিশিষ্ট কল্যাড়ী মৌজার মধ্যে বর্তমান হাল এল. আর. মাপে ৭৫৩ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ২২৫৩ নং দাগে ২৪ শতক সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৯/০২/২০২৫ তারিখে এ. ডি. এস. আর ওন্দা অফিসে I-587/2025 নং শ্রী রাম নিরঞ্জন শর্মা পিতা নন্দ প্রসাদ শর্মা সাং বিজয় যোগাশ্রম পল্লী, শ্যামদাসপুর, বাঁকুড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া কে কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন । এই বিষয়ে কাহারো কোনরূপ বক্তব্য থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এন্ড এল. আর. ও. ওন্দা মহাশয়গনকে জানাইবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্যকর হইবে ।

স্বাক্ষর- ABHISHEK CHAUDHURI
Advocate, Judge Court, Bankura

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সাবানা ইয়াসমিন খাতুন পিতা- সিরাজুল ইসলাম মিদ্যা,সাং-উত্তর গঙ্গারামপুর, পোষ্ট- কৈজুড়ী, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৬, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ৬৯ নং জে. এল. ভুক্ত, গঙ্গারামপুর মৌজায় (L.R K.H) - ৮২/১, ২৯১/১ ও ৩৬৩/১ নং খতিয়ানে লিখিত (L.R DAG) ৬৪৬ দাগে মোট ০২.৪৭৫ শতক শালি সম্পত্তি যাহা ১) মনোজ কুমার অধিকারী, ২) শুভঙ্কর অধিকারী, ৩) দীপঙ্কর অধিকারী, ৪) রীতা অধিকারী, উক্ত বিক্রেতা গনের পক্ষে আমমোক্তার সেখ নুরুল হক, তাসিউর রহমান মিদ্দে, সিরাজুল ইসলাম মিদ্যা (আমমোক্তার নামা নং- ২৯২৪ যাহা উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে গত ইংরাজী ২৬/০৭/২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল) ঐ আমমোক্তার মুলে মহাশয়/মহাশয়ার নিকট হইতে উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি যাহা আমার মক্কেল (সাবানা ইয়াসমিন খাতুন) ওনার মাতা সাবিনা বেগম মিদ্যা এবং অপর এক শুভাকাঙ্খী মমতাজ বেগম মিদ্দে মহাশয়াগন উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে গত ইংরাজী 21/02/2024 তারিখে ১৩১৭ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা খরিদ করিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ সম্পত্তি সাবিনা বেগম মিদ্যা ও মমতাজ বেগম মিদ্দে গত ইংরাজী 08/05/2025 তারিখে উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে ২৮৬৩ নং হেবানামা পত্র দলিল দ্বারা আমার মক্কেল সাবানা ইয়াসমিন খাতুন কে রেজিস্ট্রী করিয়াদেন। উক্ত সম্পত্তি (সাবানা ইয়াসমিন খাতুন) নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য B.L & L.R.O ULUBERIA-I অফিসে আবেদন করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L.RO ULUBERIA- I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল
আইনজীবি, উলুবেড়িয়াকোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল আক্রাম খান পিতা- জাকির হোসেন খান সাং- নিমদিঘী, পোষ্ট- উলুবেড়িয়া আর. এস, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৬, হাওড়া জেলার অর্ন্তগত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ৬৯ নং জে. এল. ভুক্ত, গঙ্গারামপুর মৌজায় (L.R K.H) - ৮২/১, ২৯১/১ ও ৩৬৩/১ নং খতিয়ানে লিখিত (L.R DAG) ৬৪৬ দাগে মোট ০৪ .১২৫ শতক শালি সম্পত্তি যাহা ১) মনোজ কুমার অধিকারী, ২) শুভঙ্কর অধিকারী, ৩) দীপঙ্কর অধিকারী, ৪) রীতা অধিকারী, উক্ত বিক্রেতা গনের পক্ষে আমমোক্তার সেখ নুরুল হক, তাসিউর রহমান মিদ্দে, সিরাজুল ইসলাম মিদ্যা (আমমোক্তার নামা নং- ২৯২৪ যাহা উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে গত ইংরাজী ২৬/০৭/২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল) ঐ আমমোক্তার মূলে মহাশয়/মহাশয়ার নিকট হইতে উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি (আক্রাম খান) মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। যাহা উলুবেড়িয়া A.D.S.R. অফিসে গত ইংরাজী ২৯/০২/২০২৪ তারিখে ১৩০৭ নং বিক্রয় কোবালা পত্র রেজিস্ট্রী হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল পূর্বতন মালিকের নাম খারিজ করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য B. L & L. R. OULUBERIA-I অফিসে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L.RO ULUBERIA - I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল
আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অশোকা রানী ঘোষ, স্বামী আনন্দ ঘোষ, সাং ইটলা পাইক পাড়া, পোঃ কালীরহাট, থানা-কোতয়ালী, জেলা নদীয়া গত ইংরাজী ০৬.১১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের I-10969/2024 নং একখানি বিক্রয় কোবালা দলিল বলে (১) আনন্দ ঘোষ, পিতা শঙ্কর ঘোষ ও (২) মনোজ কুমার দে, পিতা মনোরঞ্জন দে- এদের নিকট হইতে নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত ৭৯ নং চক চাপড়া মৌজায় এল.আর. খতিয়ান ৭২২ নং, দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ১১৩/২৮০, পরিমাণ ৬.৫০ শতক জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিক্রেতাগণ উক্ত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৪.০৭.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের IV-87/2023 নং আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষনে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে রেকর্ড ভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই ব্যাপারে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর BL&LRO অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

রবীন কুমার ঘোষ, এ্যাডভোকেট্,
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, ১) সঞ্জয় চৌধুরী, পিতা - অরুন কুমার চৌধুরী, ২) টিঙ্কু ওরফে বনানী কাঞ্জিলাল, স্বামী - গৌতম কাঞ্জিলাল, উভয় সাং - নিউ হাউস ৩০১নং অম্বিকা কুন্ডু বাই লেন, পোঃ - সাঁতরাগাছি, থানা- জগাছা, জেলা - হাওড়া, তাহাদের দখলীয় জেলা - ঝাড়গ্রাম, থানা - ঝাড়গ্রাম, মৌজা - দুবরাজপুর, জে. এল. নং- ৭৩৩, হাল খতিয়ান নং - ৫৬, রিঃ ও হাল দাগ নং - ২৩, ৩২ ও ৯০ মধ্যে মোট ১৫ ডেসিমেল ডাহি ভূমি গত ইংরেজী ১৯/০৯/২০০০ তারিখে হাওড়া এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫২৯/২০নং আমমোক্তারনামা পত্র মূলে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার তথা স্বয়ং মঞ্জু চৌধুরী, স্বামী - অরুন কুমার চৌধুরী, সাং - নিউ হাউস ৩০১নং অম্বিকা কুন্ডু বাই লেন, পোঃ - সাঁতরাগাছি, থানা - জগাছা, জেলা হাওড়া মহাশয়ার দ্বারা গত ইংরেজী ২১/১১/২০২৪ তারিখে A.R.A.-II অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৩৫৯৯/২৪নং বিক্রয় কোবালা মূলে অনিন্দিতা দাস, স্বামী - অনিমেষ শতপথী, সাং - নুননুনগেড়িয়া, পোঃ ও থানা - ঝাড়গ্রাম, জেলা - ঝাড়গ্রাম-এর বারবর এবং উক্ত তারিখে একই অফিস হইতে উপরোক্ত একই খতিয়ান ও তিনটি দাগ হইতে আরও ৩১০ ডেসিমেল ভূমি ১৩৬০০/২৪নং বিক্রয় কোবালা মূলে অনিমেষ শতপথী, পিতা — "অমরেন্দ্র শতপথী, সাং - নুননুনগেড়িয়া, পোঃ ও থানা - ঝাড়গ্রাম, জেলা - ঝাড়গ্রাম-এর বারবর বিক্রয় করিয়াছেন । উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে । তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না ।

(উত্তম বেজ) উকিলবাবু, ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করানো হইতেছে যে, আমার মকেল, শ্রী মানস কুমার বেটো, পিতা- মৃত আশুতোষ বেটো, সাং- মথুরাপুর, পো-শ্যামনগর, পিন নং-৭৪৩১২৭-এ বসবাসকারীর পক্ষে ঘোষনা করিতেছি যে কাউগাছি ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, মৌজা ঃ বাসুদেবপুর গ্রামে, জে. এল. নং- ২৩, হাল এল আর ৬৭৪ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ১৮০২ নং দাগে মোট ১৮ শতক সম্পত্তির মালিক, মৃত রঘুনাথ মন্ডলের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাহার পুত্রগন শ্রী দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল, শ্রী হরেন্দু নাথ মন্ডল, শ্রী গজেন্দ্র নাথ মন্ডল, এবং কন্যাগন শ্রীমতী মালতী মন্ডল, শ্রীমতী ডলি মন্ডল, শ্রীমতী লীলা মন্ডল (দাস) জমি বিক্রয় করিয়াছেন এবং এনাদের পক্ষে গত ইং-০১/১০/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর. নৈহাটি অফিসের ৪ নং বহির, ০৭৫৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রীমতী চম্পা বেটো, স্বামীঃ আশুতোষ বেটো কর্তৃক সম্পাদিত গত ইং-২৮/০১/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. নৈহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০১০৮৩ নং বিক্রয় কোবালা মূলে খরিদ করিয়াছেন এবং উক্ত সম্পত্তি তিনি বর্তমানে ব্যারাকপুর-১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে রেকর্ড করিবার আবেদন করিয়াছেন এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি বা দাবি দাওয়া থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে লিখিতভাবে আপত্তি জানাইতে হইবে অন্যথায় (ভবিষ্যতে কোনরূপ গ্রাহ্য হইবে না) একতরফা শুনানি তথা রায় ঘোষনা হইবে।

দীপ্তিমান পাল
অ্যাডভোকেট, ব্যারাকপুর কোর্ট

AFFIDAVIT

Sachin Naskar, son of Atal Naskar residing at village Dhulagarh, Police Station-Sankrail, Dist-Howrah, West Bengal as constituted attorney of Atal Naskar (herein after referred to as THE OWNER) do hereby solemnly affirm declare and say that by Power of Attorney dated 03/07/2014 registered with District sub register-Ranihati in book no iv, volume no 313/2014, CD vol-1, pages 3128/3136 being no 00313 for the year 2014.

Atal Naskar appointed me as the constituted Attorney and the said power is valid and subsistence. On the strength of the said power, the property measuring 4 satak comprised in LR Dag No 911, L.R. Khatian No 17 in Mouza Jaladhulagori, JL No 02, District Howrah was sold to M/s R. S. T. DEVELOPERS PVT LTD. by registered sale deed being no 01033 for the year 2015 registered with District sub register, Ranihati, Howrah in book I, volume no 1033-2015 pages 4512 to 4526. That the statements contained above are true and correct.

Solemnly Affirmed By Me:
Sachin Naskar

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্সী বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

লোকালয়ে ধ্বংস বিমান বিপর্যয়ের বলি ২৬১

■ প্রথম পাতার পর

৬ সেকেন্ডের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত। ওটুকু সময়ের মধ্যেই আমদাবাদের মেগানিনগরের বিজে মেডিক্যাল কলেজের ইউজি হস্টেলের মেসের ছাদে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। উড়ানটিতে মোট ২৪২ জন ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু সদস্য। বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ১০ নাগাদ আমদাবাদ থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বিমানটি। টেক অফের খানিকক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে উড়ান এআই১৭১। ডিজিসি-এর তরফে জানানো হয়েছে, বিমান চালানোর দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন সুমিত সাবরওয়াল। আমদাবাদ থেকে টেক অফের খানিক পরেই বিমানটি ভেঙে পড়ে।

কথায় আছে রাখে হরি মারে কে! কিন্তু মারে হরি রাখে কে? দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি যে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের ছাদে ভেঙে পড়ে সেখানে ২০ জন জুনিয়র ডাক্তারেরও মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সেই সময় হস্টেলের ভিতর মধ্যাহ্নভোজন করছিলেন তাঁরা। বিমানের অংশ হস্টেলের ছাদে ভেঙে পড়ায় বেঘোরে প্রাণ দিয়ে হয়েছে তাঁদের। ছাদের উপর আছড়ে পড়া বিমানের ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেই সময় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল ভবনটির একাংশ। সিভিল হস্টেলে বসবাসকারী প্রায় ১৫ জন জুনিয়র ডাক্তার আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। শুধু বিজি মেডিক্যাল কলেজই নয়, বিমান দুর্ঘটনার কারণে মেগানি নগরের অনেক ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অভিশপ্ত এই বিমানটিতে ছিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনিও। বিজেপি সাংসদ সম্বিৎ পাত্র এক্স হ্যান্ডলে এই সংবাদ জানিয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন, বিজয় রূপানির প্রয়াণ কেবল গুজরাতেরই নয়, ভারতীয় রাজনীতির জন্যই অপূরণীয় ক্ষতি।

এই দুর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং ব্রিটেনের রানি। শোকপ্রকাশ করেছেন জার্মানির বিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল। এদিকে ভারতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত জু ফেইহংও বেজিংয়ের তরফে দুর্ঘটনা নিয়ে শোকবার্তা জানিয়েছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও এক্স হ্যান্ডলে শোকবার্তা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে রবি ঠাকুরের বাড়ি ভাঙচুর, নিন্দায় পদ্ম

■ প্রথম পাতার পর

মিছিলটি কাছারিবাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওই পরিবারটির লোকজন দলবল নিয়ে হামলা চালায়। বাড়িটির কাস্টোডিয়ানের অফিস, অডিটোরিয়াম ভাঙচুর করা হয়। এর জেরে বেশ কিছু মূল্যবান জিনিসপত্রের ক্ষতি হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। যখন এত বড় অশান্তি হচ্ছিল তখন পুলিশ কোথায় ছিল?

কেন সঙ্গে সঙ্গে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। তবে আর্কিওলজি বিভাগ তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা করতে হবে। আপাতত দর্শকদের জন্য বন্ধ থাকবে কাছারিবাড়ি।

রাজ্যপালের কাছে শুভেন্দু

■ প্রথম পাতার পর

পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে রবীন্দ্রনগর থানার কাছেই দুষ্কৃতীদের একটি দল ন্যক্কারজনক হামলা ও ভাঙচুর চালায়। তার প্রতিবাদেই আজ রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছি।' তিনি অভিযোগ করেন, 'রবীন্দ্রনগর থানার আইসি মুকুল মিঞা ও এসডিপিও কামরুজ্জামান মোল্লার উপস্থিতিতে হামলা চলে। পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়, মানুষের ওপর অত্যাচার করে। পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকেছে। আমরা মহামান্য রাজ্যপালকে জানিয়েছি; এটাই তথাকথিত ডায়মন্ড হারবার মডেল।'

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুভেন্দু চারটি দফা দাবি জানান। বিজেপি বিধায়কদের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাত এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগকে আরও জোরদার করলেন। রাজভবনে জমা দেওয়া এই লিখিত দাবিপত্রকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে চড়ছে উত্তাপ।

অভিযোগের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তা সারানোর আশ্বাস পূর্তমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহাল রাস্তায় অভিযোগ জমা পড়লেই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ শেষ করা হবে। বিধানসভায় এমনই আশ্বাস দিলেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় পূর্ত দপ্তরের স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার পর জবাবি ভাষণে এই ঘোষণা করেন মন্ত্রী। পুলক রায় জানান, পূর্ত দপ্তরের আওতায় থাকা যে কোনও বেহাল রাস্তার ছবি-সহ অভিযোগ ৯০৮৮৮২২১১১ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করলে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই রাস্তার খানাখন্দ সংস্কার করা হবে। 'সরকার রাস্তাঘাট নিয়ে সর্বদা সজাগ রয়েছে,' বলেন মন্ত্রী। তিনি আরও জানান, গত ১৪ বছরে পূর্ত দপ্তর ৩৩ হাজার রাস্তা নির্মাণ ও মানোন্নয়নের কাজ করেছে। পাশাপাশি ৩০৫টি সেতু,৬টি রেল ওভারব্রিজ নির্মিত হয়েছে। ৬০০টিরও বেশি সেতু পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

বড় সিদ্ধান্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বুথের ভিতরে-বাইরে পূর্ণাঙ্গ লাইভ স্ট্রিমিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় এবার নজিরবিহীন পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম বুথের ভিতরে ও বাইরে পূর্ণাঙ্গ লাইভ স্ট্রিমিং এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল কমিশন। শুধু তাই নয়, কিউ আর টি, ফ্লাইং স্কোয়াড ও র‍্যাফের গাড়িতেও থাকবে ক্যামেরা; যার মাধ্যমে চলবে রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণ। ইতিমধ্যেই নাকা চেকিংয়ে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, আগামী ১৯ জুন নদিয়ার কালীগঞ্জ উপনির্বাচন হচ্ছে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের ফাইনাল ড্রেস রিহার্সাল। সকাল ৭টা থেকে ভোটপর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত চলবে বুথের ভিতর ও বাইরে ওয়েবকাস্টিং। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলা শাসকের দপ্তর

থেকে তা সরাসরি মনিটর করা হবে। এমনকি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন থেকেও চলবে তদারকি। মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকা ভোটকর্মীদের জন্য তৈরি হয়েছে নির্দিষ্ট ডিউটি রোস্টার। প্রত্যেককেই খাতায় লিখে জানাতে হবে কী দেখলেন, কোনও অস্বাভাবিকতা নজরে এলে কী পদক্ষেপ নিলেন, কাকে জানালেন। নিয়মভঙ্গ করলে জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেবে কমিশন। এর আগে ভোটের দিনে শুধুই বুথের ভিতরে ওয়েব কাস্টিং সীমিত ছিল। এবার প্রথমবার, পুরো নির্বাচনী পরিকাঠামোকেই ক্যামেরার আওতায় এনে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল নির্বাচন কমিশন।

রবীন্দ্রনগর প্রসঙ্গে পুলিশকে তুলোধোনা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুকান্ত মজুমদারের বিস্ফোরক অভিযোগ, 'বাংলাদেশি মোল্লাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বাংলা, পুলিশ সাদা রুমাল দেখাচ্ছে!' শামসেরগঞ্জের হিংসার ঘটনার পর সম্প্রতি কলকাতার উপকণ্ঠে মাহেশতলা এলাকার রবীন্দ্রনগর এলাকাতে যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আবারও দেখা গেল পুলিশের ভূমিকা কী? ভোটব্যাঙ্কের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রদায়ের সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশকেও আত্মসমর্পণ করিয়েছেন।' তিনি অভিযোগ করেন, 'পুলিশকেই মারছে, থানায় ঢুকিয়ে পেটাচ্ছে। পুলিশ নিজেই সাদা রুমাল দেখাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'করো না, হিন্দুদের ঘরবাড়ি, ধর্মস্থান সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। এরকমভাবে মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যকে 'প্রায়োরিটি স্টেট' বানিয়ে

ফেলেছে।' সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিশানা করে সুকান্ত বলেন, 'বাংলার পুলিশকে নিজের মা-বোনেদের নামে গালিগালাজ সহ্য করতে হচ্ছে, মার খেতে হচ্ছে। অথচ তাদেরকেই আত্মসমর্পণ করতে দেখা যাচ্ছে এই মৌলবাদী দাঙ্গাকারীদের সামনে। জেলায় অপদার্থ এসপি বসে আছে সেখানে। এসডিপিও আর আইসি, অপদার্থরা বসেই এই সব করছে।' এছাড়াও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আক্রমণের উদাহরণ টেনে সুকান্ত বলেন, 'বাংলাদেশে মোল্লারা রবীন্দ্রনাথকে মাটিতে ফেলেছে, আর আজ বাংলাতেও একই মোল্লারা এসে মমতার সাহায্যে ধর্মের নামে তাণ্ডব করছে। এই বাংলায় হিন্দুদের ধর্ম রক্ষা করতে পারছে না, ঘর রক্ষা করতে পারছে না, ভোট ছাড়া আর কিছুই করছে না সরকার।' তিনি হুঁশিয়ারি দেন, 'আপনাদের তৈরি ফ্ল্যাট, বাড়ি, কিছুই একসাথে থাকবে না। সময় এলেই বুঝবেন। এই কলকাতাতেও ঢুকে পড়বে ওরা। 'সেকুলার বাঙালি'দের তখন চোখ খুলবে।'

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ১৩ জুন ২০২৫, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার

এক নজরে

দিঘায় রথযাত্রা ২৭ জুন

■ দিঘার জগন্নাথ ধামে প্রথমবার রথযাত্রা হবে আগামী ২৭ জুন। রথযাত্রা সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রস্তুতি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা, ছিলেন ইসকনের প্রতিনিধিরাও। প্রথমবার বিশাল রথযাত্রা আয়োজিত করতে তৈরি হয়েছে ৩৬ চাকার তিনটি রথ। জানা গিয়েছে, ওই দিন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। সকল পুণ্যার্থীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রথ টানার সময় ঠিক করা হবে। রথের দড়ি সকলেই ছুঁতে পারবেন। নিরাপত্তা কঠোর করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর।

কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

■ নদিয়ার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ঘিরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গেল বিজেপির প্রতিনিধিদল। তাঁদের মূল দাবি, ভোটের দিন পোলিং স্টেশনের ১০০ মিটারের মধ্যে যেন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন না করা হয়। তার বদলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করতে কেন্দ্রের কাছে প্রয়োজনে আরও আধা সামরিক বাহিনী চাওয়া হোক। ১৯ জুন কালিগঞ্জে উপনির্বাচন। তার আগে বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রতিনিধি দল জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং শিশির বাজোরিয়া রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন। কমিশনের তরফে আশ্বাস, সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোর ব্যবস্থা করা হবে।

জুনেই খুলবে পোর্টাল

■ উচ্চ-মাধ্যমিক শেষ হলেও এখনও পর্যন্ত কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কবে থেকে এই ভর্তি শুরু হবে তা এবার জানাল বিকাশ ভবন। উল্লেখ্য, মে মাসে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। এদিকে জুনের প্রায় মাঝামাঝি পার হতে চলল। এরপরও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়নি। অবশেষে বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবন সূত্রে খবর মেলে আগামী ১৭ জুন খুলতে পারে অ্যাডমিশন পোর্টাল। বিকেল চারটে থেকে খুলবে কলেজ ভর্তির এই পোর্টাল।

সাইবার অপরাধে রুখতে

■ সাইবার অপরাধ রুখতে রাজ্য সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে বিধানসভায় জানালেন তথ্য প্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বিধানসভায় প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০০ জন পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষকে সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। ১৫,৫০০ জন শিক্ষককে টেকনিক্যাল ট্রেনিং ও প্রায় ১৮৫০ জন পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২৫০ জন সরকারি আধিকারিক সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ডিএম অফিসে 'জব ট্রেনিং'-এরও ব্যবস্থা হয়েছে, এমনকি কার্টুনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও চলছে। একটি টোল ফ্রি নম্বর ১৯৩০ চালু রয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

■ মহেশতলায় মন্দির ভাঙচুর এবং সনাতনীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু সুরক্ষা মঞ্চের তরফে বৃহস্পতিবার বিকেলে শ্যামনগরে মিছিল করা হয়। সেই প্রতিবাদী মিছিল শ্যামনগর নতুনগ্রাম বাজার মোড় থেকে শুরু হয়ে নতুনগ্রাম রোড এবং ইস্ট কাপ্তে পাড়া রোড ধরে নেহেরু মার্কেট বাজার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে সকল সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে বাংলার সনাতনীরা একজোট না হলে, আগামীদিনে বাংলাদেশের সনাতনী মতোই অবস্থা হবে।'

ওবিসি তালিকা নিয়ে ফের মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকা গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে ফের উঠল প্রশ্ন। অভিযোগ, তড়িঘড়ি ও ত্রুটিপূর্ণ সমীক্ষার ভিত্তিতে তালিকা প্রস্তুত করেছে রাজ্য সরকার। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে কলকাতা হাইকোর্টে ফের মামলা দায়ের করলেন অমলচন্দ্র দাস। এই মামলায় তাঁর আইনজীবীরা বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে, আদালত মামলা গ্রহণ করে। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

মামলাকারীর অভিযোগ, রাজ্য সরকার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ১৪০টি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছে, যা বাস্তবে অসম্ভব। তাঁর দাবি, এত কম সময়ে বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা সম্পন্ন করা যায় না, ফলে এই তালিকায় একাধিক ত্রুটি রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০১০ সালের পর ইস্যু হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে নতুন তালিকা তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় জানিয়ে দেন, এবার ধর্ম নয়, বরং অর্থনৈতিক মাপকাঠিতেই সংরক্ষণের রূপরেখা তৈরি হবে। তবে মামলাকারীর বক্তব্য, রাজ্য সরকার এই প্রক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল স্তরের জনগণকে সঠিকভাবে অবগত করেনি। ফলে হাইকোর্ট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন এবং পঞ্চায়েত স্তরে প্রচারের নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, ওবিসি 'এ' এবং 'বি', এই দুই শ্রেণি মিলিয়ে মোট ১৪০টি সম্প্রদায়কে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মামলাকারীর দাবি, এই তালিকাও ভুলে ভরা। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগে মুসলিম তোষণের জন্যই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তর। তাদের পাল্টা দাবি, শুভেন্দু অধিকারী বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এই তালিকার সঙ্গে ধর্মের কোনও যোগ নেই, বরং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিদের চিহ্নিত করেই তালিকা তৈরি হয়েছে। দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন তালিকাভুক্ত ১৪০টি শ্রেণির মধ্যে ৮০টি শ্রেণি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত, যা শতাংশের হিসাবে ৫৭.১৪। ওবিসি 'এ' তালিকাভুক্ত ৪৯টি শ্রেণির মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ৩৬টি। আর ওবিসি 'বি' তালিকার ৯১টি শ্রেণির মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, এমন শ্রেণি রয়েছে ৪৭টি। দপ্তর আরও জানিয়েছে, দেবাঙ্গ ও ভারভুজা সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত করা হবে কি না, তা নিয়ে আলাদা করে সমীক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে আরও কিছু শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও সমীক্ষা চালানো হবে। নতুন করে ওবিসি তালিকা তৈরির উদ্যোগে একদিকে যেমন প্রশাসনিক গতি এসেছে, তেমনই শুরু হয়েছে আইনি ও রাজনৈতিক বিতর্কও। সবমিলিয়ে, রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ নীতি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে।

ওবিসি তালিকা বিতর্কের ছায়ায় স্নাতক স্তরের ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর দিনক্ষণ ঘোষিত হলেও, তার আড়ালে ফের উঁকি দিচ্ছে ওবিসি তালিকা ঘিরে আইনি অনিশ্চয়তা। ১২ জুন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৭ জুন দুপুর ২টোয় সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে Centralised Admission Portal খুলবে, এবং ওই দিন বিকেল ৪টে থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হবে। এই ঘোষণার মাধ্যমে সরকারি স্তরে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ভর্তি প্রক্রিয়া চলতি বছর আর পিছবে না। কিন্তু বাস্তবে সেই নিশ্চয়তার উপরেই ঝুলে আছে প্রশ্নচিহ্ন। কলকাতা হাইকোর্টে নতুন করে দায়ের হওয়া মামলায় তালিকা তৈরির বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নিয়েই আপত্তি জানানো হয়েছে। মামলাকারী অমলচন্দ্র দাসের দাবি, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ১৪০টি সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা বাস্তবে অসম্ভব। তাঁর বক্তব্য, এই ত্রুটিপূর্ণ তালিকার ভিত্তিতে সংরক্ষণ হলে তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনৈতিক প্রভাব ফেলবে। আইনি দিক থেকে দেখলে, নতুন মামলার শুনানি এখনও বাকি। যদি আদালত এই তালিকা প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে 'অবৈজ্ঞানিক ও পক্ষপাতদুষ্ট' বলে গণ্য করে, তাহলে তা আবারও অবৈধ বলে ঘোষণা হতে পারে। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের ভিত্তি নড়ে গেলে স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কারণ, সংরক্ষণের ভিত্তিতে আবেদনপত্র গ্রহণের পর তা বাতিল হলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সঙ্কটে পড়বে। অতীতেও এমন নজির রয়েছে, ২০২৩ সালে মাদ্রাসা শিক্ষক নিয়োগ বাতিল হওয়ায় বহু চাকরিপ্রার্থী বিপাকে পড়েছিলেন। অন্যদিকে, ভর্তি সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বা উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের বক্তব্যে এ ধরনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে কোনও সতর্কতা দেওয়া হয়নি। তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে একধরণের বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। প্রশাসন বলছে, তালিকা সংক্রান্ত মামলা চললেও ভর্তি প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়েই চলবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ হলে সেই প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হতেই পারে।

মমতার বিরুদ্ধে পুলিশকে বিদ্রোহের পরামর্শ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে পুলিশকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে।' বৃহস্পতিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, মহেশতলার ঘটনায় তিনি হিন্দুদের গর্জে ওঠার বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুদের এককাট্টা হয়ে লড়াই করতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গা ঠেকাতে পারবেন না। কারণ, ওনার ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থ জড়িত আছে।' অর্জুন সিংয়ের কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বাংলায় হিন্দুদের থাকতে দেওয়া হবে না। এবার সনাতনীদের ওপর আক্রমণ হলে শুধু মিটিং কিংবা মিছিল করলেই

হবে না। দলকে হিন্দুদের পাশেও দাঁড়াতে হবে।' প্রসঙ্গত, মহেশতলা রবীন্দ্রনগর থানা এলাকায় সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন একাধিক পুলিশ কর্মী। এপ্রসঙ্গে এই বিজেপি নেতা বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে। কারণ, পুলিশের কাছে কোনও অর্ডার নেই।' তাঁর আরও দাবি, 'বাংলা জেহাদিদের হাতে চলে গেছে। বাংলাদেশ থেকে আগত জেহাদি ও রোহিঙ্গারা এবং পাকিস্তানের চর-রা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ববি হাকিমের অনুপ্রেরণায় বাংলায় ঘাঁটি গেড়েছে। হিন্দুরা জেগে না উঠলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হবে।' অর্জুন সিং আরও দাবি করেন, 'তৃণমূল সব ধরণের পাপ করছে। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখতে পারছেন না। যেভাবে লুটপাট চলছে। এরপর সরকারি কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার পয়সা থাকবে না। দেখবেন নির্বাচনের আগে সরকার বেহাল হয়ে পড়বে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি ভাঙচুর জাতির উপর আক্রমণ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী কাছারি বাড়িতে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ঘটনা শুধুমাত্র কোনও স্মৃতিবিজড়িত বাড়ির উপর আক্রমণ নয় বরং পুরো জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির উপর পরিকল্পিত হামলা বলে অভিহিত করেন তিনি। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'বাংলাদেশে বিএনপি এবং ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত জনতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী কাছারি বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। জানালার কাঁচ ভাঙা হয়েছে, আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়েছে, ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রবীন্দ্র যাদুঘর। বিশ্ববন্দিত নোবেলজয়ী বাংলার সংস্কৃতির আত্মা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর এই ন্যক্কারজনক হামলা জাতির লজ্জা। এর কোনও নিন্দাই যথেষ্ট নয়।' বুধবার কলকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্ক পরিষদে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শুভেন্দুবাবু স্পষ্ট বলেন, 'যখন চরমপন্থী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন তারা কাউকেই রেয়াত করে না। মানবতার বার্তাবাহক

বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথকেও তারা ছাড়েনি। কাছারিবাড়িতে হামলা আসলে সমগ্র জাতির ঐতিহ্য ও পরিচয়ের উপর আঘাত।' এই ঘটনার সূত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অবস্থান নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, 'এটা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের জন্যও একটি প্রচ্ছন্ন বার্তা। জনসংখ্যার দ্রুত পরিবর্তনের জেরে চরমপন্থীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। যার জেরে মন্দিরে হামলা, হিন্দুদের উপর অত্যাচার, বাড়ি ও ব্যবসা লুটপাট চলছে। আমরা মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং সম্প্রতি মহেশতলার ঘটনায় তার প্রমাণও পেয়েছি।' একইসঙ্গে তিনি আরও হুঁশিয়ারি দেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের প্রশ্রয়ে পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে জেহাদিদের উৎপাত চলছে, তাতে করে ২০২৬-এ সরকার না বদলালে আগামী দিনে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বা শান্তিনিকেতনের উপরও হামলা হলে তা অস্বাভাবিক হবে না।' তিনি দাবি করে বলেন, 'মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আইনের শাসন পুনরুদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

তাপপ্রবাহ, আরও দু'দিন ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরের জেলাগুলিতে আগাম বর্ষা ঢুকে গেলেও দক্ষিণবঙ্গে এখনও বর্ষা প্রবেশ করেনি। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে নাজেহাল পশ্চিমের জেলাগুলিও। কোথাও কোথাও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। সেই আবহেই এবার দু'দিনের জন্য রাজ্যের স্কুলগুলিতে ছুটি ঘোষণা করল সরকার। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান, রাজ্যের পার্বত্য জেলাগুলি ব্যতীত অন্য সমস্ত জেলার সরকার এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে চলতি সপ্তাহের শুক্র ও শনিবার ছুটি থাকবে। ওই দু'দিন রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন হবে না। তাপপ্রবাহের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। উল্লেখ্য, পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক জেলায় অত্যাধিক গরমে দুপুরে স্কুল করতে সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক স্কুল পড়ুয়াদের। তাই সব প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ক্লাস করার অনুমতি চেয়ে রাজ্যকে চিঠি পাঠিয়েছে পর্ষদ।

করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবনের উদ্দেশে মিছিল চাকরিহারাদের।

কেন্দ্রীয় পোর্টালে মিলছে না রাজ্যের কোভিড আপডেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা দুই দিন পেরিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পোর্টালে নেই পশ্চিমবঙ্গের করোনা সংক্রান্ত কোনও নতুন আপডেট। সর্বশেষ তথ্য ছিল ১০ জুন, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৪৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছিল ১ জনের। তারপর থেকে কোনও আপডেট নেই। ফলে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য কি ইচ্ছাকৃতভাবে করোনা সংক্রান্ত তথ্য গোপন করছে? এই পরিস্থিতিকে ঘিরে ফের চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি অভিযোগ এনেছেন, 'রাজ্যে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। অথচ তথ্য গোপন করছে সরকার। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা পরিকল্পিত।' তাঁর অভিযোগ, অতীতেও মহামারির সময় রাজ্য সরকার তথ্য লুকিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'ভয় না পেয়ে সতর্ক থাকতে হবে। সরকার সবরকমভাবে প্রস্তুত ও সতর্ক রয়েছে।' তিনি সরাসরি বিরোধীদের

অভিযোগের জবাব না দিলেও প্রশাসনের তরফে সতর্কতা ও প্রস্তুতির কথাই তুলে ধরেন। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাস্থ্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারও পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করেছে। শুভেন্দু অধিকারী কী বললেন, তাতে কিছু যায় আসে না।' তথ্য গোপন সংক্রান্ত অভিযোগে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও। চিকিৎসকদের মতে করোনা বাড়ছে এটা বাস্তব। তবে সংক্রমণের বাস্তব পরিসংখ্যান যদি সামনে না আসে, তাহলে প্রস্তুতির অভাব দেখা দিতে পারে। সরকারের মধ্যে তথ্য গোপনের প্রবণতা ডেঙ্গুর সময়ও দেখা গিয়েছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে এহেন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার তথ্য গোপন করলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কীভাবে সুপারিশ করবেন? অতীতেও প্রথম অতিমারির সময় রাজ্য সরকার তথ্য চাপা দিয়েছিল, পরে দেখা গেল হাসপাতালগুলোতে বেড নেই, দালালচক্র সক্রিয় ছিল, এমনটাই অভিযোগ উঠেছিল। সেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত রাজ্যের চিকিৎসকদের একাংশ। তাদের আশঙ্কা এবারও সেই অভিজ্ঞতা ফিরলে তা ভয়ঙ্কর হবে। যদিও স্বাস্থ্যভবন এবিষয়ে সরাসরি মুখ না খুললেও একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে এবং তারা বিষয়টির উপরে নজর রাখছে। সূত্রটি আরও জানায়, 'স্বাস্থ্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। কবে কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেওয়া হবে, তা রাজ্যই ঠিক করবে। এ নিয়ে অকারণে রাজনীতি করা হচ্ছে।'

মোবাইল নম্বর বদলে সাড়ে তিন কোটি লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত গ্রাহকের মোবাইল নম্বর বদল করে হাতিয়ে নেওয়া হল প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। এই ঘটনায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমে বুধবার রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ওই অ্যাকাউন্টে থাকা আরও ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লুঠ হওয়া থেকে আটকানো সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, গত সপ্তাহে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের তরফ থেকে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে জানানো হয় যে, তাঁদের ব্যাঙ্কের এক গ্রাহক যিনি বিদেশে থাকেন, তাঁর অ্যাকাউন্টের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, বিদেশে বসবাসকারী ওই বাসিন্দা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেজে ওই শাখায় গিয়েছিল কোনও এক ব্যক্তি। আর তখনই সে বিনা বাধায় আসল গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত মোবাইল নম্বরটি বদলে দেয়। বদলানো সেই নম্বর থেকে ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ওই টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে সরিয়ে নেওয়া হয়। টাকা তোলা হয়েছে বুঝতে পেরে গ্রাহকের তরফে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করা হয়।

কোর্টের পথে শ্বেতাকে লক্ষ্য করে চড়-জুতো

নিজস্ব প্রতিবেদন: পর্নকাণ্ডে অভিযুক্ত শ্বেতা খানকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তৃণমূলের বিক্ষোভ। শ্বেতাকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় তাঁকে চড়-থাপ্পড় মারেন তৃণমূলের বিক্ষোভকারী মহিলাকর্মীরা। সেখানে ধৃতকে কোনও মতে বাঁচিয়ে হাওড়া আদালতে হাজির করা হয়। এই কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ফুলটুসি খান ও আরিয়ান খানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯ সহ অন্যান্য ধারাতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের দুজনকে হাওড়া আদালতে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হলে, আদালত ৮ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

সম্পাদকীয়

সংক্রমণ বাড়তেই কোভিড নিয়ে পুরনো খেলা শুরু রাজ্য প্রশাসনের

সংক্রমণ বাড়তেই কোভিড নিয়ে পুরনো খেলা শুরু রাজ্য প্রশাসনের। গত কয়েকদিন ধরে ফের উর্ধ্বমুখী কোভিড সংক্রমণ। দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও থাবা বসিয়েছে কোভিড।প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। মৃত্যুর ঘটনাও বাদ যায়নি। কেন্দ্রের তথ্য বলছে, কোভিড সংক্রমণে এখনও পর্যন্ত শীর্ষে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে কেরালা, পশ্চিমবঙ্গের নাম। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে কোভিডের নয়া যে প্রজাতি এখন দাপিয়ে বেরাচ্ছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আতঙ্ক না ছড়িয়ে সতর্ক থাকাই শ্রেয়। মুখ্যমন্ত্রীও মুখে সেকথাই বলছেন। কিন্তু বাস্তব কিন্তু অন্য। কোভিড বাড়তেই পুরনো খেলা শুরু করে দিয়েছে নবান্ন। ২০২০-তে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে কো-মর্বিডিটিকে ঢাল করা হয়েছিল। ফের সেভাবেই আসল তথ্য চেপে দেওয়ার খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কোভিড পোর্টালে তা ধরা পড়তেই সুর বদলে ফেলেছে রাজ্য। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড পোর্টালে বাংলার পরিসংখ্যান মিলছে না। সেখানে পরিষ্কার ভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে, বাংলা থেকে কোভিড সংক্রান্ত তথ্য আসছে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানান হয়েছে, বারবার বলা সত্বেও কোভিড আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা জানাচ্ছে না রাজ্য প্রশাসন। ফলে পোর্টালে সেই তথ্য আপলোড হচ্ছে না। রাজ্য অবশ্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এখন গোটা দায়টা চাপিয়ে দিয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোর ওপর। সরকারের দাবি, বেসরকারি হাসপাতালগুলি নাকি নিয়মিত তথ্য দিচ্ছে না। আর যা দিচ্ছে তার মধ্যেও গরমিল রয়েছে। সেই তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। আর তাতেই বিলম্ব। তবে এসব অসাড় যুক্তি খুব একটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তার মানে বেসরকারি হাসপাতালগুলির ওপর রাজ্যের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই? কোভিড টেস্ট ও চিকিৎসা নিয়ে সুস্পষ্ট গাইডলাইন রয়েছে।তারপরেও কেন রাজ্য এসব তথ্য পাচ্ছে না? এসব ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখেই কাজ করে বেসরকারি সংস্থা। তাহলে এ সংক্রান্ত তথ্য পেতে সমস্যা কোথায়? মোদ্দা কথা, তথ্য মিলছে না, নাকি সেটা সামনে আনতে অনীহা? ভয়? আসল পরিসংখ্যান সামনে আসলে রাজ্যের ব্যর্থতার ছবিটাও ফুটে উঠবে, তাই এত লুকোচুরি?

শব্দবাণ-৩০১

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অভিজ্ঞতা ৩. তোষামুদে ৪. জুয়াখেলাবিশেষ ৬. উৎপাদক ৯. ধুনো ১০. হাজত।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. খতম ২. অঞ্চল ৩. চৈনিক ৫. উৎসব ৭. ধাতুবিশেষ ৮. তারাবাজি।

সমাধান: শব্দবাণ-৩০০

পাশাপাশি: ২. দুঃখসুখ ৫. বন্ধু ৬. খোর ৭. জোর ৮. গোসা ১০. পরানসখা।

উপর-নীচ: ১. বসু ২. দুমুখোসাপ ৩. খন্দ ৪. খবররাখা ৯. ভান ১১. রাঘা।

জন্মদিন

আজকের দিন

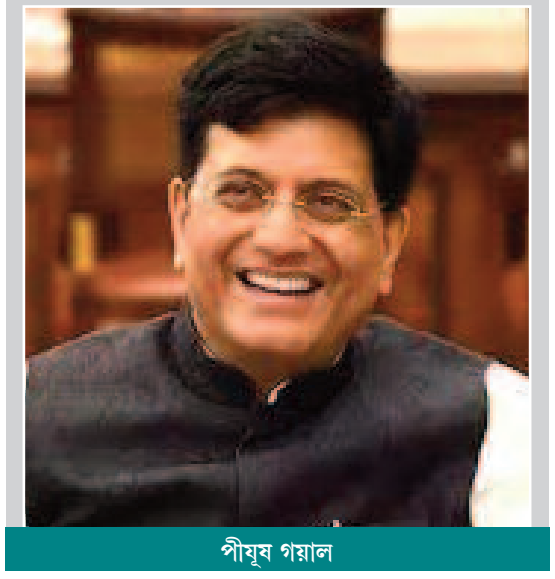

পীযূষ গয়াল

১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ইএমএস নামবুদ্রিপাদের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পীযূষ গয়ালের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট মহিলা তিরন্দাজ দীপিকা কুমারীর জন্মদিন।*

ভাগ্যের পরিহাসে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

দিশেহারা তারা

সুপ্রিয় দেবরায়

সেই শিশুকাল থেকে দেখে আসা হাসি হাসি মুখগুলি, কোনওসময় আবার গম্ভীর কিংবা কপট রাগে পাকানো চোখগুলি; সামনের দেয়ালে ঝোলানো ব্ল্যাকবোর্ডে সদাব্যস্ত তাঁদের সাদা চকের গুঁড়োয় মাখা ডানহাতের আঙুলগুলি, আর বামহাতে ধরা ডাস্টার মাঝে মাঝেই যেটি মুছে দিচ্ছে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলি। সেই তাঁদের চিরপরিচিত শ্রেণিকক্ষ ছেড়ে আর ছাত্র-ছাত্রীর থেকে কয়েকশো মাইল দূরে রোদ-বৃষ্টির জল উপেক্ষা করে বসে ছিলেন রাস্তার উপরে; রাষ্ট্রব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি অবিচার আর অবিমৃশ্যকারিতা, সঙ্গে আইনরক্ষকের লাথি এবং লাঠি সহ্য করে; এমন কষ্টের কথা ক'জনে বোঝে! কার যেন বজ্রকণ্ঠ বেজে ওঠে, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে —'। অভ্যাসগত ধারায় পেয়ালা তুলে চুমুক দিই প্রতিদিন সকালের চা। আর সেই হাতে ধরা খবরের কাগজে লেগে থাকা অশ্রু কিংবা জখম পায়ের রক্ত কি এসে ভিজিয়ে দেয় না আমাদের আঙুলগুলি! আমরা কি স্কুলে পড়িনি? আমাদের কারুর কি কিছু শৈশব-ঋণ ছিল না কোনও শিক্ষকের কাছে?

শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক একটি পরিবার। গত অগস্টের কলকাতা কাঁপিয়ে দেওয়া চিকিৎসক আন্দোলন, যদিও তার তীক্ষ্নতা ভোঁতা করে দেওয়া হয়েছিল সুকৌশলে কয়েকমাসেই, সেই ঝাঁঝ কোথায় এই শিক্ষক আন্দোলনে? অভিভাবক থেকে শুরু করে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত সিনিয়র শিক্ষক এবং অন্যরা, মানসিক ভাবে এই আন্দোলনের পক্ষে থাকলেও, কোমর বেঁধে রাস্তায় নামেননি। কেন, সম্যক ধারণা নেই; হয়তো বাস্তব সম্মত কিছু কারণ আছে। সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা ঘোষিত রায়ে অনেকেরই ধারণা, এখনও যে কিছু কাঁকর মিশে আছে চালে। আবার স্বঘোষিত যোগ্য শিক্ষকদের পুনরায় পরীক্ষায় বসা নিয়ে অনীহা, এটিও হতে পারে একটি কারণ। অনেকেই হয়তো মনে করছেন, যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা অন্তত শিক্ষকদের জন্য খাটে না। ক্লাস নিতে গেলে, কয়েক ঘণ্টার নিবিড় অধ্যয়ন আবশ্যক। তাঁরা হয়তো ভাবছেন, এটি কোনও সাধারণ জেনারেল নলেজের পরীক্ষা নয়, বিষয় ভিত্তিক পরীক্ষা, যে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অনভিজ্ঞ পরীক্ষার্থীদের চেয়ে সুবিধা হবে। কিন্তু প্রকৃত প্রহসন অন্য জায়গায়। এই পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার অনভিপ্রেত ব্যাপার এড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা পর্ষদের যা করার ছিল, সব প্রার্থীর ওএমআর-এর মিরর ইমেজ প্রকাশ করা, স্পষ্ট কারণেই সেটি করা হয়নি। এবং প্রকৃত যোগ্য শিক্ষকদের এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হল। এক নির্মম ভাগ্যের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে এটিকে! যে মানসিক যন্ত্রণায় এই চাকরিহারা শিক্ষকরা ভুগছেন এই মুহূর্তে, সেটি কি সত্যিই আমরা মানসিকভাবে উপলব্ধি করতে পারছি! আরজিকর কাণ্ডে দুর্নীতি হয়তো ছিল, কিন্তু সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এখনও পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে প্রমাণ হয়নি। হয়তো প্রমাণ লোপাট করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে! দুর্নীতি চেপে রাখার প্রয়াস চলেছে এবং চলছে। সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এক শিক্ষক গোষ্ঠীকে খেলার পুতুল করে তোলা হচ্ছে।

প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী, অবশ্য যার মধ্যে এসএসসি-র দ্বারা প্রদত্ত হিসেব অনুযায়ী ৬, ২৭৬ জন টেন্টেড বা অযোগ্য হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত, দীর্ঘ দিন কাজ করার পর হঠাৎ বেকার হয়ে গেলেন, এককথায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন। যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল, আপাত 'নন-টেন্টেড' হিসেবে চিহ্নিতদের মধ্যে ১৫,৪০৩ জন শিক্ষক ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মাইনে-সহ শিক্ষকতা কর্মে বহাল থাকবেন। কিন্তু তারপর তাঁদের চাকরি বজায় রাখতে পুনরায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তাঁরা দিয়েছিলেন প্রায় এক দশক আগে। এবং এখন তাঁরা ব্যস্ত শিক্ষকতার সাথে পরিবার, চিকিৎসা, বাড়িভাড়া, সন্তানের লেখাপড়া, নানাবিধ ঋণ মেটানোর দায়িত্বসহ নানারকম সাংসারিক কর্মকাণ্ডের জাঁতাকলে। আবার সঙ্গে এখন ঘাড়ে চেপে বসল প্রতিযোগিতামূলক নামক একটি পরীক্ষা, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন প্রায় এক দশক। জেইই কিংবা সিভিল সার্ভিস প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ একজনকে যদি ১০ বছর পর আবার ৬-৭ মাসের নোটিশে পুনরায় পরীক্ষায় বসতে বলা হয়, কোনও নিশ্চয়তা কি আছে তিনি পুনরায় উত্তীর্ণ হবেন! প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করবেন, কেন আবার পরীক্ষায় বসতে হবে? যে প্রশ্নটি চাকরিহারা শিক্ষকরাও করছেন। কিন্তু এখানে একটি অসুবিধা আছে, এঁদের সাথে এখনও যে মিশে আছেন কিছু অযোগ্য প্রার্থীরা। অবশ্যই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সুবিধা দেবে, কিন্তু নিশ্চয়তা কে দেবে? এপ্রিল মাসে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া গালভরা আশ্বাস তো মিলিয়ে গিয়েছে ২৭ মে সাংবাদিক সম্মেলনে। তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, এটি একটি সাধারণ পাশ-ফেলের পরীক্ষা নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। এর জন্য কিছুটা হলেও বিশেষ ধরণের প্রস্তুতি দরকার। যেখানে তাঁকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়। ৩১ ডিসেম্বরের পর চালু চাকরির অনিশ্চয়তা, এই যন্ত্রণা একমাত্র তাঁরাই সবচেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, যারা ভুক্তভোগী। বহু বছর কাজ করার পর হঠাৎই কর্মহীন হয়ে পড়লে, এই চাকরি না থাকার যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাঁদের যেতে হয়। অনেকেই বলবেন, বেসরকারি কর্মক্ষেত্রে এটি অহরহ ঘটছে। হ্যাঁ ঘটছে, এবং সেখানে বেশিরভাগ কর্মীরা মানসিকভাবে প্রস্তুতও। আমিও আমার কর্মজীবনে চাকরি পরিবর্তন করতে গিয়ে পুরোপুরি চাকরিহারা না হয়েও এই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কয়েকমাস অতিবাহিত করেছি, আমাদের পুত্রসন্তান তখন মাধ্যমিক দেওয়ার প্রস্তুতিপর্বে। প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাই অচিরেই এই কষ্ট, মানসিক পীড়নের থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই শিক্ষকরা! তাঁরা জানতেন সরকারি চাকরি, নিশ্চয়তার চাকরি পরবর্তী ৩০-৩৫ বছরের জন্য। কোনও কাজই ছোট নয়। কিন্তু একজন চাকরি হারানো শিক্ষক বা শিক্ষিকা, যারা এ পর্যন্ত পড়াশোনা এবং ছাত্র-ছাত্রী পড়ানো নিয়েই থেকেছেন, গায়ে-গতরের কাজ করতে পারবেন? আর অপমান? 'যোগ্য' না 'অযোগ্য' কেউ কি বিচার করবে? বলবে 'দুর্নীতিতে জড়িত, ঘুষ দিয়েছ, চাকরি বাতিল'। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে সেইসব পরীক্ষার্থীরা, যারা দুর্নীতি অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মেরিট লিস্টে নিজেদের নাম দেখা থেকে নিয়োগের জন্য রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে মিটিং, মিছিল, আন্দোলন করে আসছেন, এবং সরকার কঠোর হস্তে তা দমন করে আসছে। সরকার কি এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তিত এই যোগ্য চাকরিহারা কিংবা ন্যায্য ভাবে মূল্যায়ন হলে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ যাদের নাম হয়তো নির্বাচিতদের তালিকায় থাকত, তাঁদের নিয়ে? না। তাই অযোগ্যদের চাকরি পরীক্ষা দিতে না পারার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে লঘু করে সরকারের অন্য বিভাগে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার কথা শোনা যায়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দাগী অযোগ্যদের প্রতি সরকারের অপার সহানুভূতির মধ্যেই দুর্নীতির স্পষ্ট বিভীষিকা চোখের সামনে স্বমূর্তি ধারণ করে। যাতে দুর্নীতি করে পাওয়া চাকরি হারিয়ে কোনওভাবেই অযোগ্যদের মুখে দুর্নীতির কথা ফাঁস না হয়ে যায়। দুর্নীতির নেটওয়ার্ক এ রাজ্যে কতটা শিকড় গেড়েছে, তা বোঝা যায়, যখন একজন চাকরিহারা শিক্ষকও এগিয়ে এসে বললেন না, কাকে কত টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন। দুর্নীতির গণতান্ত্রিকরণে সমাজ পুরোপুরি নিমগ্ন।

শাসকদল এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত নয় ছাব্বিশের নির্বাচন নিয়ে। সংখ্যালঘু এবং বিভিন্ন ভাণ্ডার আর শ্রী প্রকল্পের উপভোক্তারা ভোট ব্যাঙ্কে পুষ্টি আনবে। এর উপর রয়েছে ক্লাব, পুজো কমিটিগুলিকে ভাতা বিতরণ , পার্ক স্ট্রিটে ক্রিসমাস উদ্বোধন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, ইত্যাদি ইত্যাদি। শাসকদল তাই চিন্তিত নয় এই মুষ্টিমেয় শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে; সরকার এর প্রমাণ ইতিমধ্যে অনেকবার তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছে। সরকারকে যেমন একসময় কলকাতা শহরকে উত্তাল করে দেওয়া তিলোত্তমার আন্দোলন টলাতে পারেনি, যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনও এক চিমটে আঁচড় বসাতে পারবে না, যেখানে এই আন্দোলন সেভাবে দানাই বাঁধতে পারেনি এবং প্রায় ভাঙনের মুখে। এই যোগ্য শিক্ষকদের পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, সেটি যতই মানহানিকর হীনমন্যতার হোক। এবং সেটি অনেকেরই ইতিমধ্যে বোধগম্য হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই যন্ত্রণা তাঁরা চিনছেন নিজেদের জীবন দিয়ে, অপমানের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষকদের এই যন্ত্রণা যে কোনও পেশাজীবীর থেকে অনেক অনেক বেশি। যোগ্য হয়েও দিশেহারা তাঁরা। প্রশ্নটা তাই থেকেই যাচ্ছে , শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও ভুলের খেসারত তাঁরা কেন দেবেন? তাঁদের দোষ কোথায়, প্রকৃত যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের? এখনও কি আর কোনও উপায় নেই? সদিচ্ছা থাকলে আছে; কিন্তু সেটিরই যে সবচেয়ে বেশি অভাব এই মুহূর্তে।

ফের করোনার পরিবেশ দূষণের ধারণা বদলে দেওয়া রক্তচক্ষু!

স্বপনকুমার মণ্ডল

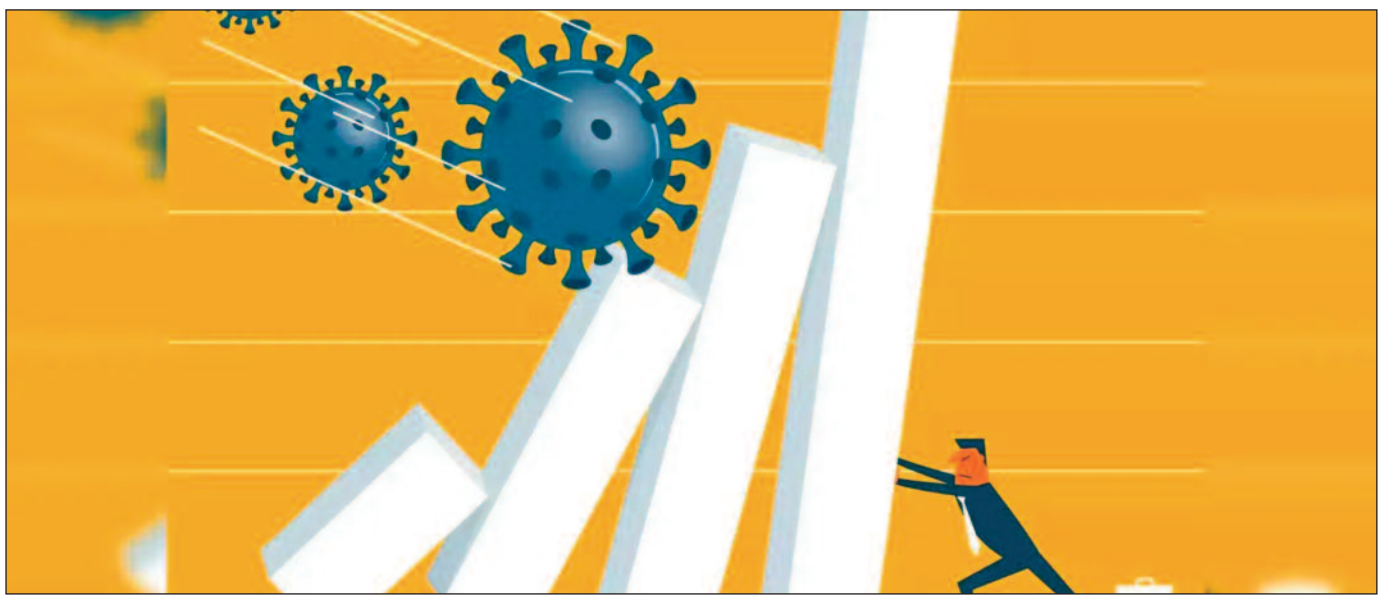

আবার করোনার দীর্ঘশ্বাস,সংক্রমণের ভয়ার্ত রক্তচক্ষু। ২০২৫-এ এসেও করোনার বাড়বাড়ন্তের খবর ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে করোনার অস্তিত্ব জানান দিলেও তার বিস্তৃতি সেভাবে আর ছড়ায়নি। তার পরেও তার ভ্রূকুটি দেখলেই লোকের মনে আতঙ্ক জেগে ওঠে। মাস্ক পড়া,স্যানিটাইজেশন করা বা হ্যান্ড ওয়াশ, দূরত্ব বজায় রাখা থেকে লক ডাউনের চেতাবনি এখনও বহাল তবিয়তে মনে হয়। প্রথমে ২০২০-র মার্চে এই রাজ্যে করোনার অদৃশ্য সভ্যতাগ্রাসী দৈত্যটি যখন মানুষের গৃহবন্দি জীবনে জাঁকিয়ে বসেছিল, তখন তার ধ্বংসকামী শক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের কত আর্তি,কত রকম মুক্তির প্রয়াস জারি ছিল,তার ইয়ত্তা নেই। তখন পরিবেশ দূষণের ধারণাই বদলে যায়। রাতে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি এভাবে গৃহবন্দি থাকলে মন্দ কী? অফুরন্ত সময়, দেদার আয়েস, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অনন্ত তরিকা। সকলেই দেখেছিলাম দূষণমুক্ত পরিবেশে আহ্লাদে আটখানা। ভাবলাম ভালোই তো । সবকিছুর তো ভালোর দিক থাকে । করোনা ভাইরাস আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলেছে (যদিও সেটা ভয়ে ভক্তির নামান্তর। তাও ভালো দেবতার জন্মও তো ভয়েই !), কিছুদিনের জন্য ঘরে থিতু করেছে যে ঘরটি মনের অজান্তে পর হয়ে গিয়েছিল। পশুপাখিদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, পথঘাটও নির্জনতায় একটু গল্প করার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের জীবনে একঘেয়েমি কাটিয়ে নতুন করে প্রাণিত হওয়ার আনন্দে ঘরবন্দির অবকাশ জীবন নানাভাবেই প্রকাশমুখর। অথচ তারপরেও নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার অভাববোধ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য তা না-হওয়ারই কথা। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই তো আনন্দ। আর সেই আনন্দ মেলে মিলনে, ঘরের সঙ্গে বাইরের সংযোগেই তার বিস্তার। মনে পড়ে যায় সেই কলকাতার মেয়েটির কথা যে গ্রামে বেড়াতে এসে সবুজ প্রকৃতির নির্মল পরিবেশের কথা বলায় বাঁচাল হয়ে উঠেছিল। অথচ তিনদিন পর আর তাকে ধরে রাখা যায়নি। তখন দূষণমুখর কলকাতাই তার প্রিয় বলে ঠোঁট ফুলিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা সেখানেই সে নিজেকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ লাভ করে। তাছাড়া ভেজাল খেতে খেতে পেটও একসময় অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন আসলেই পেটের রোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আমাদের অভ্যস্ত জীবনে দূষণের তীব্র হাতছানি। তারপরেও সেখানে মনের চলনে আমরা সুহানা সফরে বেরিয়ে পড়ি, কোলাহলের মধ্যেও ফিস সিস করে আপন কথা যাপন করে হেসে উঠি, পূতিগন্ধময় পথে নাকে রুমাল দিয়ে চলতে চলতেই সামনে এগিয়ে হাঁফ ছেড়ে পাকা রাস্তায় ওঠার তৃপ্তিতে শরীরের ভাষাও পড়ে ফেলি। মনে পড়ে যায় অস্কার ওয়াইল্ডের স্বার্থপর দৈত্যের গল্পের কথা। সেই দৈত্য তার সাজানো ফুলের বাগানে স্কুলফেরত ছেলেদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে তাদের একদিন ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। সেদিনই বাগান নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তার সৌন্দর্য যায় হারিয়ে। তখন দৈত্য তার ভুল বুঝতে পারে এবং ছেলেদের আবার ডেকে নিয়ে আসে। বাগানে আবার সৌন্দর্য ফিরে আসে, তার প্রাণে আসে সজীবতা। আসলে ছেলেরাও তো বাগানের ফুল। এ যেন বাগানের ফুলের সঙ্গে বাইরের ফুলের মহামিলন । সেখানে মানুষের ফুল তো মানুষই। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ফুলেই তার বাগানের বিস্তার যেমন সৌন্দর্য লাভ করে, তেমনই সুরভিত মনে হয়। দূষণের মধ্যেও ফুলের সেই মিলনে মানুষের বাগান সজীবতা ফিরে পায়। করোনার অদৃশ্য দৈত্য সেই মিলন থেকে বঞ্চিত করে আমাদের দূষণমুক্ত করতে চাইলে কী হবে, আমাদের মনের ফুল যে তাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, মিলনের অভাবে তার আনন্দ আত্মগোপন করে। এজন্য ফিরে চাই সেই দূষিত অথচ প্রাণবন্ত মুক্ত পরিবেশ যেখানে প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি। সপ্তাহদুয়েক আগেও ২০২০-র সেই ১৩ মার্চে সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল চোখমুখগুলির আয়নায় নিজেকে খুঁজে ফিরেছি। এরপরে কী পড়াব তা নিয়েও কত কথা। অথচ এই কয়দিনেই মনে হচ্ছিল কতদিন ওদের সাথে দেখা হয়নি। সেদিনও কার্তিক, সিদ্ধার্থ, সুপ্রিয়, সন্দীপ, বৈদ্যনাথ ও বিকাশদের সঙ্গে বৈকালিক আড্ডায় কত কথাই না হয়েছে। সেই কথাগুলি যেন এখন দিনকয়েকের মধ্যেই ইতিহাসে আশ্রয় নিতে চলছে। আসলে আমরা যতই বলি 'out of sight– out of mind' , অভাবে যে ক্ষিদের কথা বেশি মনে হয়। শুধু তাই নয়, তখন রসনাতৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তির কথাই বেশি মনে হয়। স্মৃতি তখন ইতিহাসে আশ্রয় নেয়, ইতিহাস স্মৃতি হয়ে ওঠে । করোনার অভূতপূর্ব আবির্ভাবে আমাদের সেই স্বাভাবিকতাকেই স্মরণ করিয়েছিল। এজন্য আমাদের বেশকিছু দিন ঘরবন্দি জীবন সাধনা হয়ে ওঠে। সেই অমূল্য জীবনের জন্য তা যে অতি সামান্য ছিল! অথচ তার পরে করোনার মুক্তি যেন নতুন প্রাণে ফেরার আমাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে তার আতঙ্ক সংবাদ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তার পরেও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ জয়ের আনন্দকে সম্বল করে লড়াই করার মানসিকতা তৈরি হলেও আমরা করোনার ভয়ঙ্কর রূপ আর দেখতে চাই না। তবুও করোনার নীরবে নিভৃতে আগমনে আমরা আতঙ্ক বোধ করি,পরিবেশ দূষণকে উপেক্ষা করেই দূষিত স্বর্গের স্বাদ নিয়েও বাঁচতে চাই, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সরব পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার মোল্লাপাড়ায় পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে বেআইনি ভাবে দোকান ঘর তৈরির কাজ চলছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, গত কয়েকদিন ধরে রাতারাতি সেখানে বেশ কয়েকটি কংক্রিটের দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। রাতারাতি গজিয়ে ওঠা দোকান নির্মাণের জন্য কারা অনুমতি দিল এবং কারা এই দোকানঘর নির্মাণ করল সেই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে কাঁকসা ব্লক প্রশাসন সহ পূর্ত দপ্তরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানালেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা আনন্দ কুমার।

তাঁর অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে মোল্লাপাড়া সংলগ্ন এলাকায় পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে বেশ কয়েকটি দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। ওই এলাকায় বসবাস করেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। তিনি কেন বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রতিবাদ করেননি এবং কারা এই ঘটনার পিছনে যুক্ত রয়েছে এবং দোকানঘরগুলি কারা বানিয়েছে, তার সমস্ত বিষয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা।

আনন্দ কুমারের অভিযোগ, বেআইনি ভাবে সরকারি সম্পত্তি দখল হয়ে যাচ্ছে, এই বিষয়ে পঞ্চায়েত সহ ব্লক প্রশাসনের কোনও রকম নজরদারি নেই। দ্রুত যাতে এই বেআইনি নির্মানের বিষয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পাশাপাশি দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম হায়দার মল্লিক জানিয়েছেন, শুধু তিনি ওই রাস্তা দিয়ে পারাপার করেন না, বিরোধী দলনেতাও ওই রাস্তা দিয়ে বহুবার পারাপার করেছেন। এতদিন কেন বিরোধী দলনেতা প্রতিবাদ করেননি। হঠাৎ করে তাঁর কী মনে হল যে প্রতিবাদ করতে হবে। তাঁর দাবি, যখন কাজ শুরু হয়, তখন তিনি প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে উলটে শাসানো হয়েছিল পূর্ত দপ্তরের জায়গায় কারা কী করছে সেই বিষয়ে পঞ্চায়েত কেন নাক গলাবে। তারপর থেকে তিনি আর কোনও প্রতিবাদ করেননি।

এই বিষয়ে পঞ্চায়েতে বৈঠকে বিরোধী দলনেতা এই প্রসঙ্গে কথা তুললে, তিনি জানিয়েছিলেন তাঁদের পক্ষ থেকে যদি কোনও লিখিত অভিযোগ আসে তারপর পঞ্চায়েত সেই বিষয় নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সেই মোতাবেক বিরোধী দলনেতা যে অভিযোগ জানিয়েছেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে যা পদক্ষেপ করার তাঁরা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১১ বছর শাসনকালকে অমৃতকাল উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বিজেপির জোন কনভেনার মনোজ পান্ডে ও জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো দেশে নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে গরিবদের উন্নয়ন, জনসেবা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকগুলি তুলে ধরে বর্তমান ফলাফল নির্ভর রাজনীতির প্রশংসা করেন। এছাড়াও, মেক ইন ইন্ডিয়ার ফলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি, আয়ুষ্মান ভারত ও দেশের শক্তিশালী অর্থনীতির দিকগুলি তুলে ধরেন। তবে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে শাসক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পা ধরে কান্নাকাটি মহিলা নিরাপত্তাকর্মীদের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: নদিয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে রাস্তায় রেজিস্ট্রারের পা ধরে কান্নাকাটি মহিলা নিরাপত্তারক্ষীদের। অভিযোগ একটাই, ডিউটি সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে নতুন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করছে এজেন্সি। আর এই কারণেই রেজিস্টারের পা ধরে কাকুতি মিনতি বর্তমান মহিলা নিরাপত্তা কর্মীদের। সকাল সকাল ধুন্ধুমার কাণ্ড নদিয়ার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটে আন্দোলনে মহিলা নিরাপত্তা কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করতে যান তখন তার গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা নিরাপত্তা কর্মীরা। মহিলা নিরাপত্তা রক্ষকদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে গাড়ি থেকে নেমে রেজিস্ট্রার হেঁটে হেঁটে তার দপ্তরের উদ্দেশ্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন। রাস্তায় রেজিস্টারকে আটকে পা ধরে কান্নাকাটি করতে শুরু করে মহিলা নিরাপত্তা কর্মীরা। শুধু তাই নয় তাদের এই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ বলেও দাবি আর তাই রেজিস্টারকে বসার জন্য তারা চেয়ার ও পেতে দেন। নিরাপত্তা কর্মীদের অভিযোগ, প্রায় ১১ বছর ধরে তারা নিরাপত্তা এজেন্সির মারফত এখানে কাজ করে আসছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এজেন্সি নিয়োগ হয়েছে। কিন্তু কখনও তাদের কাজের সমস্যা হয়নি। ডিউটির সংখ্যাও কমানো হয়নি এমনকী তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। নতুন করে বর্তমান এজেন্সি লোক নিয়োগ করছে এবং তাদেরকে কাজের দিন কমিয়ে দিচ্ছে। বার বার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। যদিও রেজিস্টার দেবাংশু রায় বলেন, এই বিষয় নিয়ে রাস্তায় নয় বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

পঞ্চায়েত থেকে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: পঞ্চায়েত থেকে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা, তৎকালীন তৃণমূল প্রধান এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি বিজেপির। বিজেপিকে পাল্টা আক্রমণ তৎকালীন তৃণমূল প্রধানের। তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান এই আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি বর্তমান বিজেপি বোর্ডের। বর্তমানে নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়া টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। ওই পঞ্চায়েতের যিনি ট্যাক্স সংগ্রহ করেন তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতীক গুপ্ত নামে ওই অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, অভিযুক্ত প্রতীক গুপ্ত তৃণমূলের বুথ সভাপতি। যদিও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে রানাঘাট আদালতে তোলা হয়। অন্যদিকে এ বিষয়ে বর্তমান টাউনশিপের বিজেপি প্রধান পরিমল রায় বলেন, এই অভিযুক্ত যখন পূর্বে তৃণমূলে ছিল তখন তৎকালীন প্রধানের হাত ধরে তিনি কাজে নিযুক্ত হন। তার প্রশ্রয়ে এসে তখনকার সময় থেকেই আর্থিক দুর্নীতি করে আসছে। কিন্তু তৃণমূল দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই আমরা মনে করছি তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান উৎপল বসাক এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আমরা চাই অবিলম্বে প্রশাসন তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করুক। যদিও তৃণমূলের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৎকালীন তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান উৎপল বসাক। তিনি বলেন, বিজেপি যে দাবি করছে তার সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং বর্তমানে বিজেপির ফুলিয়ায় যে বড় দায়িত্বে রয়েছে তার বাড়িতে ওঠাবসা করে ওই অভিযুক্ত। বিজেপি প্রায় আড়াই বছর ধরে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব রয়েছে। তাহলে এতদিন কেন বিষয়টি তারা প্রকাশ্যে আনেনি। তদন্ত করলে সব প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসবে।

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী শেখ হাসাবুল জামান এবং শ্রী শেখ মসিয়ার রহমান ওরফে শ্রী শেখ মসিয়ার ওরফে শ্রী শেখ মসিয়ার রহমান।	ক) ২৩,০৫,৭৭০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৯৭৩১৩৫ অধীন, তারিখ ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৪৭,৪৭৮.৪২ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৯৭৩১৪৮ অধীন তারিখ ৩০.১২.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ প্রযোজ্য সুদ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত), অর্থাৎ মোট বকেয়া ২৩,৫৩,২৪৮.৪২ টাকা (তেইশ লাখ তিপ্পান্ন হাজার দুশো আটচল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা)। খ) ২৭.১২.২০২৪। গ) ১২.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
তপশিল এ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৩ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণবল্লভপুর, জেএল নং ১২৮, এলআর খতিয়ান নং ২৭৭, প্লট নং ১০২৬, থানা : আরামবাগ, জেলা : পূর্ব হুগলি, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শেখ মসিয়ার রহমানের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** মুজিবর রহমানের সম্পত্তি, **পূর্বে :** প্রাপ্ত নয়, **পশ্চিমে :** প্রাপ্ত নয়।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী রুদ্র সাঁতরা	ক) ১৭২০৩৩.৪০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৮০৩০১০৯৬২০৬৭৮ অধীন, তারিখ ৬.৮.২০২৪ অনুযায়ী (১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৫৭৭৮৭৬.৫৫ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৮০৩০১০৯৬২০৬৫২ অধীন তারিখ ৬.৮.২০২৪ অনুযায়ী (১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) । খ) ২৩.০৮.২০২৪, গ) ১১.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : চম্পাসারা, জেএল নং ২, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৬, এলআর প্লট নং ৯১/৫৫২, থানা : শ্রীরামপুর, এবং জেলা : হুগলি, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী সোমনাথ বক্সি এবং শ্রীমতি অঞ্জলি বক্সি	ক) ১৯০৬৩৪৫ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৫৮৯৭৯৮৬, অধীন তারিখ ১৩.১.২০২৫ অনুযায়ী (০১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৯৬৩৬১.০১ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০৩৫৮৯৭৯৯৯ অধীন, তারিখ ১৩.১.২০২৫ অনুযায়ী (৩১.৮.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)। খ) ১৮.০১.২০২৫, গ) ১০.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : দেবসালা, জেএল নং ৪, এলআর কতিয়ান নং ২১৭৬ এবং ২১৭৫, প্লট নং ৪৪২০, থানা : বুদ বুদ , জেলা : পূর্ব বর্ধমান, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
এম এন কে ডেয়ারি অ্যান্ড অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট (স্বত্বা : জারিনা বেগম), শ্রীমতি জারিনা বেগম এবং শ্রী শেখ ফজলুর রহমান।	ক) ২০১৮৩৯৯.৫০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৮৫৯৫৮২৮৭ অধীন তারিখ ১৩.১.২০২৫ অনুযায়ী (০১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৫০৩৫৭.৫৭ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০৮৫৯৫৮২৯৪ অধীন তারিখ ১৩.১.২০২৫ অনুযায়ী (১.৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)। খ) ১৮.০১.২০২৫, গ) ১০.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১০ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেরুগ্রাম, জেএল নং ২৬, এলআর খতিয়ান নং ৫৭৬২ এবং ৫৭০৩, প্লট নং ২২৬৫, থানা : খণ্ডঘোষ, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী নরেশ ঘোষ এবং শ্রীমতি তপতি ঘোষ	ক) ১৭,৩৩,৭৬২.৭৭ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৫৮৮২৩৮১৭ অধীন তারিখ ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৩৩৩০৬.৭০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২০০৩০০৫৮৮২৩৮২০ অধীন তারিখ ০৯.০৫.২০২৩ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)। খ) ০৯.০৫.২০২৩ গ) ১২.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ৪.৫ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : কোতুলপুর, জেএল নং ০৫১,খতিয়ান নং ২৫০৮,প্লট নং ৪৫৯৫, থানা : কোতুলপুর, জেলা : বাঁকুড়া, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রীমতি রুমা মুখার্জি	ক) ৫৮৪৮৮০৯ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০২২৩৮৬৫৪৭, অধীন তারিখ ১৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ) এবং ৩৩০৪৫.৪৩ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২১০৩০০২২৩৮৬৫৫০ অধীন, তারিখ ১৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী (০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পরিমাণ)। খ) ১৬.১২.২০২৪ গ) ১২.০৬.২০২৫।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬.৬০ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বিষ্ণুপুর পুরসভা, জেএল নং ১০১, এলআর খতিয়ান নং ২২৪৯১, প্লট নং ২২৩৩১, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : বাঁকুড়া, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ১৩.০৬.২০২৫ স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II,
"জীবন দীপ" ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০ ইমেল : sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী
আমাদের বিজ্ঞাপন উদ্ধার নোটিশ অধীনে প্রকাশিত **১১.০৬.২০২৫** সংস্করণে ঋণগ্রহীতার নাম : **ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লি.** জামিন (সমুদয়) এর বিস্তারিত পড়তে হবে "পরিমাণ ১৪৯.২০ বর্গমিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং **দুইটি টাকা কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে সহ**"। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি একই থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpack.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com

নোটিশ
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)

বিষয় : ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ") কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এন্ড রিফান্ড) ২০১৬ সংশোধিত রুল ৬ এর সাথে পঠিত (নিয়মগুলি) হিসাবে কোম্পানিকে সমস্ত শেয়ার স্থানান্তর করতে হবে যে বিষয়ে লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপ্রদেয় রয়ে গেছে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) নামে এনএসডিএল-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তৃপক্ষের ডিমাট অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।
পূর্বোক্ত নিয়মের অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানি ১২ জুন ২০২৫ তারিখে কোম্পানির কাছ থেকে বা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর আগে এই ধরনের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে।
কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.agigreenpac.com-এ আইইপিএফ-তে স্থানান্তরের জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের ২০২৫-২০২৬ আর্থিক বছরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার জন্য অদাবিকৃত লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলির বিশদ বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা আর্থিক বছর ২০১৭-২০১৮ এবং তার পরের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি তাদের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বা তার আগে প্যান কার্ডের একটি অনুলিপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল চেকের পাতা সহ একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোম্পানির কাছ থেকে তাদের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত অন্তর্নিহিত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি উভয়ই এই ধরনের শেয়ারগুলিতে সংগৃহীত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, পূর্বোক্ত বিধিগুলির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।
শেয়ারহোল্ডাররা আরও অবগত হন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ বিবরণ বিবেচনা করা উচিত এবং কোম্পানির দ্বারা বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার এবং ডিপোজিটরিতে নির্দেশনা(গুলি) জারি করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীরা, পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে।
কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮- ২২৪৮/ ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করবেন।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/- (ওমপাল) কোম্পানি সেক্রেটারি এ৩০৯২৬
তারিখ : ১২ জুন ২০২৫
স্থান : গুরুগ্রাম

Bank of India BOI — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bardhaman Zonal Office, 446/N, Amstrong Avenue, বিধাননগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

পুরুলিয়া শাখা
স্বর্ণ ঋণ ঋণগ্রহীতাদের প্রতি নিলাম নোটিশ

রেফা নং : - পুরুলিয়া/পিকেএস/২৪-২৫/গোল্ড
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ, তারিখ : ২৬.০৩.২০২৫

প্রতি,
শ্রী সঞ্জয় দত্ত,
পিতা : দিলীপ দত্ত, ঠিকানা : আমলাপাড়া, ওয়ার্ড নং ২৩,
পুরুলিয়া: পিন : ৭২৩১০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
মাননীয় মহাশয়,
বিষয় : আপনার স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট এর অধীন স্বর্ণ অলংকার/গহনা/মুদ্রা এর নিলাম
আমরা উল্লেখ করছি আমাদের পত্র নং **পুরুলিয়া/পিকেএস/২৪-২৫/গোল্ড** তারিখ ২৫.০২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ **১৫,৬৩২.০০ টাকা এবং সুদ (পনেরো হাজার ছয়শো বত্রিশ টাকা সুদ সহ)** আপনার স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট অধীনে আমাদের পত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও আদায় গ্রহণ করিনি। আমরা আপনাকে ০৮.০২.২০২৫ তারিখ কার্যকর হিসেবে ৯.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ সহ **১৫,৬৩২ টাকা** আদায় দিতে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লোন অ্যাকাউন্ট সম্পাদিত নথি চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ করতে অনুরোধ করছি অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট স্বর্ণ অলংকার/মুদ্রা দায়বদ্ধ যাবতীয় নিলাম করতে বাধ্য হব।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ব্যাঙ্কে আদায় না দিলে ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকার/গহনা/মুদ্রা নিলাম করবে এবং বিক্রি দ্বারা সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ না হলে বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে।
আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বা/-
পুরুলিয়া শাখা
শাখা প্রবন্ধক

Bank of India BOI — ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Bardhaman Zonal Office, 446/N, Amstrong Avenue, বিধাননগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ইমেল : zo.bardhaman@bankofindia.com

রঘুনাথপুর শাখা
স্বর্ণ ঋণ ঋণগ্রহীতাদের প্রতি নিলাম নোটিশ

রেফা নং : - আরজিপি/ভিভি/গোল্ড/২৫-২৬/২
রেজিস্টার্ড অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ, তারিখ : ৩০.০৫.২০২৫

প্রতি,
নীলাঞ্জন মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা)
পিতা : চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, কাঁটারংগুড়ি রিটায়ার্ড কলোনি, আদ্রা -৭২৩১২১
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : আপনার স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট এর অধীন স্বর্ণ অলংকার/গহনা/মুদ্রা এর নিলাম
আমরা উল্লেখ করছি আমাদের পত্র নং আরজিপি/ভিভি/গোল্ড/২৫-২৬/২ তারিখ ২১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ **৪৬১৮২৫.৬১ টাকা এবং সুদ (চার লাখ একষট্টি হাজার আট হাজার পঁচিশ টাকা এবং একষট্টি পয়সা) টাকা সুদ সহ)** আপনার স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট অধীনে আমাদের পত্র পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে কোনও আদায় গ্রহণ করিনি। আমরা আপনাকে ১৮.০৪.২০২৫ তারিখ কার্যকর হিসেবে ৯.০০ শতাংশ বার্ষিক হারে সুদ সহ **৪৬১৮২৫.৬১ টাকা** আদায় দিতে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে লোন অ্যাকাউন্ট সম্পাদিত নথি চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধ করতে অনুরোধ করছি অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট স্বর্ণ অলংকার/মুদ্রা দায়বদ্ধ যাবতীয় নিলাম করতে বাধ্য হব।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া ব্যাঙ্কে আদায় না দিলে ব্যাঙ্ক দায়বদ্ধ স্বর্ণ অলংকার/গহনা/মুদ্রা নিলাম করবে এবং বিক্রি দ্বারা সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ না হলে বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য যথাযথ আইনি ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হবে।
আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বা/-
রঘুনাথপুর শাখা
শাখা প্রবন্ধক

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. রুম নং এ-০৬, ২০তম তল, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১	শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি.-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা) পিতা প্রয়াত রাম প্রসাদ ভট্টাচার্য ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২৯
শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য (গ্রেমন্ট প্রোজেক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি.-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা) স্বামী প্রয়াত রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য ২৩/১৭, গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৫ এবং ৬, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২৯	শ্রীমতী ইনগ্রিড মেরি গ্লেডস ভৌমিক স্বামী প্রয়াত অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক ব্রাবোর্ন কোর্ট, ব্লক বি, স্যুট নং ৮, ১ চাঁদনি চক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২
শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক পিতা প্রয়াত অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক ব্রাবোর্ন কোর্ট, ব্লক বি, স্যুট নং ৮, ১ চাঁদনি চক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২	শ্রী অরিজিৎ কুমার ভৌমিক পিতা প্রয়াত অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক ব্রাবোর্ন কোর্ট, ব্লক বি, স্যুট নং ৮, ১ চাঁদনি চক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২

রেফারেন্স নং SARB-SB/2025-26/KK/156 তারিখ ২৯.০৫.২০২৫
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : গ্রেমন্ট প্রোজেক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রা. লি. এ/সি নং- ৩৭৩১৫০১৫০০৯৯ (সিসি)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ২৫.০৭.২০১৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং ২৯.১১.২০১৪ তারিখের স্বত্ব দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের তপশিল :
একটি ফ্ল্যাট ২য়তলে, উত্তর ব্লক ই টাইপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৯.৯৮ বর্গফুট অবস্থিত ডায়মন্ড টাওয়ার, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহার এবং যথাযথ ভাগ অংশ জমির অবস্থিত ডায়মন্ড পার্ক, মৌজা : জোকা, জেএল নং ৪৩০, জোকা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : ঠাকুরপুকুর, (পুরানো) বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১-০৪৮৫৬ তারিখ ১৭.০৮.২০০৫, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯০, পৃষ্ঠা ৫২ থেকে ৮৫, রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্ট্রার -২, আলিপুর, **সম্পত্তি শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যর নামে।**
সংরক্ষিত মূল্য : ৩৮.০০ লাখ টাকা।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ১২.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী স্বদেশ দাস ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট সালকিয়া, থানা - মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং - ৭১১১০৬	শ্রীমতী আল্পনা দাস ২৪/৪ উত্তম ঘোষ লেন, পোস্ট সালকিয়া, থানা - মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং - ৭১১১০৬

রেফারেন্স নং SARB-SB/2025-26/KK/103 তারিখ ১৭.০৫.২০২৫
ম্যাডাম/প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট : শ্রী স্বদেশ দাস এবং শ্রীমতী আল্পনা দাস
এ/সি নং- 39442385557 (HBL), 39442432600 (SURAKSHA)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ১৮.১২.২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং ২৮.০৮.২০২৪ তারিখের স্বত্ব দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা সহ) ফ্ল্যাট নং ৫০২, অবস্থিত চতুর্থতলে, পরিমাণ আনুমানিক ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম,এক লিভিং তথা খোলা কিচেন, এক ডাইনিং , এক স্টাডি রুম, এক পূজা ঘর, এক টয়লেট ইত্যাদি এবং এক গ্যারাজ, নং ২০৩ একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ হাওড়া পৌর নিগম ওয়ার্ড নং ৮ অধীন, হোল্ডিং নং ১৩এ, এল রোড, পো : নেতাজিগড়, থানা : লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮ , আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮১২, আরএস খতিয়ান নং ৩২৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৮, ১৭৪৭ এবং ২০৭৭ এবং জেএল নং ৯, মৌজা : বেলগাছিয়া কিসমত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ প্ল্যানে লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশ চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : লিফট এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট।
সম্পত্তি শ্রীমতি আলপনা দাস এবং স্বদেশ দাস এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ০৫০২০৩০০৭ -২০২০ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০২০, পৃষ্ঠা ১১৩৫২৫ থেকে ১১৩৫৭০, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ।
সংরক্ষিত মূল্য : ২৯.৮৮ লাখ টাকা।
এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ১২.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — Union Bank of India — A Government of India Undertaking
বাখরাহাট শাখা (৫৩৭৩৩১)
গ্রাম এবং পোঃঅঃ - খাসতিকা, বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরির নিকটে
জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা সম্পদ স্বর্ণ এর বাস্তবিক নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ (অফলাইন)

সুনির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতাকে, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা স্বর্ণের অলঙ্কার পাবলিক নিলামের জন্য, উপরোক্ত শাখায় **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ইউনিয়ান **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাখরাহাট শাখা (৫৩৭৩৩১)** থেকে সোনার অলঙ্কারগুলির পরিপেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির (**"গোল্ড লোন সুবিধা"**) মাধ্যমে ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে গৃহীত গোল্ড লোন সুবিধার জন্য তাদের বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ককে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে তফসিল -১-এ বর্ণিত বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির বাস্তবিক নিলাম (অফলাইন) বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে **২০.০৬.২০২৫ (তারিখ) সকাল ১১.০০ টা থেকে (বাস্তবিক অকশনের সময়) "যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে",** এবং **"সেখান যা কিছু আছে" এবং "রিকোর্স ব্যতীত"** ভিত্তিতে।
যেখানে অঙ্গীকার চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংকের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য তফসিল-১ নিলামের জন্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-
বিক্রয়ের শর্তাবলী :
ক) **'যেখানে যেমন আছে', 'সেখানে যা কিছু আছে'** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** ভিত্তিতে বিক্রয় হবে এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন স্বত্ব, শর্ত বা অন্য কোনো তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।
খ) **নিলামটি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাখরাহাট শাখা (৫৩৭৩৩১), গ্রাম এবং পোঃঅঃ - খাসতিকা, বাখরাহাট পাবলিক লাইব্রেরির নিকটে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩ ৩৭৭ -তে ২০.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে ।**
গ) আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাকে জমা দিতে হবে ইএমডি এর পরিমাণ যা ধার্য করা হয়েছে **২৫,০০০/- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা)** ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাখরাহাট শাখা (৫৩৭৩৩১) অথবা অফিস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার/আরটিজিএস/এনইএফটি আকারে (নাম- ইনওয়ার্ড আরটিজিএস); অ্যাকাউন্ট নং ৩৭৩৩০১৯৮০০৫০০০০; আইএফএস কোড: UBIN0537331** অনুকূলে **১৯.০৬.২০২৫ তারিখে বিকেল ৩:৩০ টা বা তার আগে উল্লিখিত শাখায় জমা দিতে হবে।** ইএমডি এর জন্য চেক গ্রহণ করা হবে না। অবশিষ্ট এইচ১ বিডের পরিমাণ নিলামের দিনে অর্থাৎ **২০.০৬.২০২৫** তারিখে এইচ১ বিডারকে সফল বিডিং সম্পন্ন হওয়ার পর পরিশোধ করতে হবে।
ঘ) তফসিল ১ -এ উল্লিখিত বিবরণগুলি ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এবং কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে না।
ঙ) **২০.০৬.২০২৫ তারিখে, সকাল ১১.০০ টা থেকে** ইন্টার-সে-বিডিং সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের উপস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, যারা ইএমডি/ট্রান্সফার (পয়েন্ট নং গ -তে উল্লিখিতমতো) -এর জন্য যথাযথ ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করেছে। যে পরিমাণ দর বাড়ানো যাবে তা ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।
চ) নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য, যে কোনও কারণে নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং জমা দেওয়া ইএমডি ফেরত দেওয়া ব্যাঙ্কের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং দরদাতাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে কোনও দাবি বা প্রতিনিধিত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।
ছ) যে ব্যক্তিকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে তাকে নিলামের তারিখে সম্পূর্ণ দর পরিশোধ করতে হবে।
জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিক্রয় বাতিল করা হবে, এবং ইতিমধ্যে প্রদান করা অর্থ (ইএমডি সহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পদগুলি আবার বিক্রয় করা হবে।
ঝ) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে ব্যাঙ্ক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবে এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে এবং ব্যাঙ্ক কোন দাবি গ্রহণ করবে না।
ঞ) এই নোটিশের কোন কিছুই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও কারণে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনও কারণে বা যেটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই ধরনের বাতিলকে দরদাতাদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।
ট) ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান এবং বিক্রয়ের যে কোনও শর্ত পরিবর্তিত, পরিবর্তন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
ঠ) **দালাল/ফড়িয়াদের সুযোগ দেওয়া হবে না।**
পাবলিক নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সম্পত্তির বিবরণ এখানে নিম্নে উল্লিখিত অনুযায়ী-

তফসিল ১

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	অ্যাকাউন্ট নং.	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ অনুসারে অর্থের অবশিষ্ট পরিমাণ সহ ব্যাংকের চুক্তিভিত্তিক হার অনুসারে অতিরিক্ত সুদ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
বাখরাহাট শাখা (৫৩৭৩৩১)	শ্রী নাসিরুদ্দিন মল্লিক	৩৭৩৩০৬৫৪০০০১২৮৪	২,১৩,১৬৭.০০ টাকা	২৪.০৩.২০২৫

তারিখ: ১২.০৬.২০২৫
স্থান: কলকাতা
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বাখরাহাট শাখা

রহস্যজনক অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে নববধূর দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার শাশুড়ি, পলাতক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শ্বশুরবাড়ি থেকে রহস্যজনক অবস্থায় এক নববধূর দেহ উদ্ধার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুখুরিয়া থানার মাগুরা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকা জুড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনার সময় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গা ঢাকা দেয় বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং দেওরের বিরুদ্ধে পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম ইসমেতারা খাতুন (১৮)। এদিন সকালে শ্বশুরবাড়ির শোবার ঘরে বিছানায় ওই গৃহবধূর দেহ সোয়ানো অবস্থায় ছিল। মৃত গৃহবধূর শ্বশুর আব্দুল গাফ্ফার আলি, শাশুড়ি বেদুরা বিবি এবং দেওর ফারুক শেখের বিরুদ্ধেই লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকে শ্বশুর এবং দেওর পলাতক। শাশুড়িকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পাঁচমাস আগে মাগুরা গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক তাজমুল হকের সঙ্গে বিয়ে হয় ওই তরুণীর। ওই তরুণীর স্বামী ভিন রাজ্যে কাজে রয়েছে। এরই মধ্যে এদিন ভোরে ওই গৃহবধূর বাবার বাড়িতে ফোন করে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জানায় যে ইসমেতারা আত্মঘাতী হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়েই মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছুটি আসেন পরিবারের লোকেরা। সেই সময় তাঁরা দেখতে পান বিছানার মধ্যেই শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে ওই গৃহবধূর দেহ। মৃতের এক দাদা ইসমাইল শেখ বলেন, বোনকে শ্বশুরবাড়ি লোকেরা শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। যেহেতু জামাই ভিন রাজ্যে কাজ করত তার জন্য বোনের ওপর দেওর এবং শ্বশুর নির্যাতন চালাচ্ছিল। কিছুদিন আগে বোন ফোন করে নির্যাতনের কথা জানিয়েছিল। এরপরই এদিন শ্বশুরবাড়ির লোকেরাই বোনের আত্মহত্যার কথা জানায়। আমার বোন কেন আত্মঘাতী হতে যাবে। ওর তো কোনও সমস্যা বা অভাব ছিল না। আমাদের ধারণা দেওরের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বোনকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তিনজনের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের শরীরের কয়েকটি জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গলাতেও কালশিটে দাগ রয়েছে। তবে এটা খুন না আত্মহত্যা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই জানা যাবে।

ভুল রিপোর্টের অভিযোগ নামী ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানাগড়: পানাগড় বাজারের একটি নামকরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিরুদ্ধে এবার ভুল রিপোর্ট বানিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। যাকে ঘিরে পানাগড় বাজারে শোরগোল পরে গিয়েছে। এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লক আধিকারিক এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গত ৫ তারিখে পানাগড় বাজারের রেলপাড়ের বাসিন্দা সুব্রত সিনহা তাঁর স্ত্রী দেবপ্রিয়া সিনহার পেটের সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পানাগড় বাজারে একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ইউএসজি করান। সেই ইউএসজি রিপোর্টে লেখা হয়েছে, তাঁর স্ত্রীর পেটে গলব্লাডারে স্টোন দেখা দিয়েছে। যেহেতু তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই, তাই সেই রিপোর্ট দেখিয়ে ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ কেনার কথা থাকলেও, তিনি তা কিনতে দেরি করেন।

পরে তিনি অন্য এক চিকিৎসকের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করতে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে জানান, তাঁর স্ত্রীর দু'বছর আগে গলব্লাডার অপারেশন হয়ে গিয়েছে। ফলে সেখানে পাথর কী ভাবে জন্মাল। তৎক্ষণাৎ তিনি ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এই বিষয়ে ফোন করে জানালে তাঁকে বলা হয় কোনও কারণবশত প্রিন্টিং মিসটেক হয়ে গিয়েছে তাই ভুল রিপোর্ট চলে গিয়েছে। ভুল রিপোর্ট শুধরে তাঁকে রাতারাতি সঠিক রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হবে। তখনই সেখানে বড়সড় দুর্নীতি চলছে বলে অনুমান হয় সুব্রত সিনহার। এরপরে বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।

যদিও ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধার পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি জানিয়েছেন, ওই মহিলার ইউএসজি করার সময় তাঁকে সাপোর্টিং যে ছবি দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোনও রকম ভুল ছিল না। তবে রিপোর্টে প্রিন্টিংয়ের মিসটেক হয়ে যাওয়ার কারণে ভুল রিপোর্ট ছাপা হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছিল তাঁরা যাতে দ্রুত সঠিক রিপোর্ট নিয়ে যান। সুব্রত সিনহার প্রশ্ন; যদি ভুল রিপোর্ট অনুযায়ী তিনি প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ কিনে তাঁর স্ত্রীকে খাওয়াতেন, তবে ভুল ওষুধের কারণে বড়দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ কে দিত? একটা বড় প্রতিষ্ঠান কী ভাবে এই ভুল কাজ করে, সেই নিও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

এছাড়াও ভুল রিপোর্টের বিষয়টি তিনি জানার পর যখন রাতে ফোন করেন তৎক্ষণাৎ ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধার পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি তাঁকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এসে সঠিক রিপোর্ট নিয়ে যেতে বলেন। তাঁর প্রশ্ন, একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে রিপোর্ট আনতে গেলে তার একটা সময় লাগে। রাতারাতি কী ভাবে তিনি রিপোর্ট বদলে দিতে পারেন। তবে কী আগে থেকেই চিকিৎসিকের সই করা প্যাড তাঁর কাছে মজুত রয়েছে, নাকি চিকিৎসকও এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত। কারণ একজন চিকিৎসক যখন রিপোর্টে সই করেন, তখন গোটা বিষয়টি দেখে তবেই তিনি সই করেন। একটা ভুল রিপোর্টে একজন চিকিৎসক কী ভাবে সই করে দেন, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আরামবাগে কংক্রিটের ব্রিজের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সেতু। বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও সুফল না হওয়ায় এবার প্রধান সড়কে আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে মায়াপুর গড়েরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখে ওই এলাকার মানুষ। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আরামবাগের আরান্ডী এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আরামবাগের আইসি থেকে শুরু করে পুরশুড়া থানার ওসি ও খানাকুল থানার ওসি। এমনকী আরামবাগের বিডিও সুব্রত মল্লিক ঘটনাস্থলে হাজির হলে তাকেও ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান। তাকে ঘিরে রাখে কিছুক্ষণ। কেউ কেউ বলেন, এই ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে আপনি একবার হেঁটে আসুন। আবার সেতুর নিচে যে খাল আছে সেখান দিয়েও আপনাকে হাঁটিতে হবে। তা নাহলে আমরা আপনাকে ছাড়ব না। এরপরে বিডিও তাদের আশ্বাস দেন যে অতি দ্রুত সেতুর কাজ করা হবে। ক্ষুব্ধ ও অবরোধকারীদের দাবি, আরান্ডী এলাকায় রাস্তার পাশে যে খাল আছে সেই খালের ওপর থাকা কংক্রিটের সেতুটি গত কয়েকবছর আগে ভেঙে পড়ার পর থেকেই চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে মানুষকে। এ নিয়ে নতুন করে সেতু সংস্কারের দাবি বার বার তোলা হলেও কোনও কাজই হয়নি বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত থেকেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলত,এদিন ক্ষিপ্ত হয়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন আরান্ডী সহ আশেপাশের গ্রামের শতাধিক বাসিন্দা। পুরুষ মহিলা মিলেই এই বিক্ষোভ দেখান তারা। রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে চাইলে তাদেরকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। বিডিও সুব্রত মল্লিক আশ্বাস দিয়ে বলেন, সর্বোচ্চ স্তরে কথা বলা হচ্ছে, যাতে তাড়াতাড়ি ওই ব্রিজটা হয়। এক মাস বা দুই মাসের ভিতর কাজ শুরু হবে। অপরদিকে আরামবাগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সোমনাথ দত্ত বলেন, ব্রিজের ডিজাইন হয়ে গেছে। কাজ শুরু হবে। তবে বিষয়টি জেলা শাসক দেখছেন। বিডিও থেকে আইসি ওসি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সেচ দপ্তরের এসডিওর আশ্বাসে চার ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে।

হাড়োয়া থানা এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বিধায়ক অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত পঞ্চায়েত সদস্য দম্পতি। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলগাছি গ্রামের ঘটনা। ৬২ বছরের ভগীরথ সরদার এবং ৫৮ বছরের আরতি সরদারের দাবি, কুলগাছি গ্রামের ৫৬ নম্বর বুথের সদস্য তিনি। ভগীরথবাবু হাড়োয়া দুই নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লার অনুগামী হওয়ার দরুণ মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়ক ঊষা রানি মণ্ডলের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের লোকজন একটি জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে তাকে মারধর করে। তারপর খবর পেয়ে তার স্ত্রী তাকে বাঁচাতে আসলে তাকেও মারধর করে মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের অনুগামীরা। আক্রান্ত ৫০ সদস্য হাড়োয়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানায়। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করেই এই ঝামেলা হয়েছে বলে লেখা রয়েছে সেই অভিযোগ পত্রে। যদিও পঞ্চায়েত সদস্য ভগীরথ সরদারের দাবি, বারবার বিধায়কের স্বামীর দলে যোগ দেওয়ার জন্য তার উপরে চাপ সৃষ্টি চলছিল, সেই দাবি না মানতেই তার উপর এই হামলা হয়েছে। উল্লেখ্য, শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খালেক মোল্লা বনাম বিধায়িকা ঊষারানি মন্ডলের দীর্ঘদিনের বিবাদ, সেই বিবাদকে কেন্দ্র করে আবারো শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একেবারেই প্রকাশ্যে উঠে এল ইতিমধ্যে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ বিষয়টি অনুসন্ধান শুরু করেছে। যদিও মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়িকা ঊষা রানি মণ্ডলের স্বামী মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল জানিয়েছেন, এটি তাদের পারিবারিক সমস্যা এবং জমি বিবাদের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নেই।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বয়ঃসন্ধিকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির। মূলত শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করার এই বয়সে ছেলে মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়, যা তাদের মনে সংকোচ ও দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। আর সেই সম্পর্কিত বিষয়েই গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বড়ম গোকুলপুর জু হাইস্কুলে বিশেষ সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, মেডিক্যাল অফিসার ডঃ এহতেসাম উদ্দিন, ডঃ নাজমা আক্তার, সিনিয়ার পিএইচএন (পাবলিক হেলথ নার্স) পিয়ালী সামন্ত, দুলালী সাহা, লেডি কাউন্সিলর (অন্বেষা ক্লিনিক) বিউটি ঘোষ, কমিউনিটি হেলথ অফিসার চুমকি বর্মন সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জানান, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ ওয়াসেফ আলি এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করার জন্য আমাদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে বিদ্যালয়ের সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিবিরে উপস্থিত ছিল। এবিষয়ে মেডিক্যাল অফিসার ডঃ এহতেসাম উদ্দিন জানান, বয়ঃসন্ধিকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে হরমোনাল পরিবর্তন শুরু হয় সেই বিষয়ের উপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। কিভাবে তারা নিজেদের যত্ন নেবে সেই বিষয়ের উপরেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

পুলিশি তৎপরতায় প্রতারিত ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে টাকা ফিরল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বেসরকারি একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থার বকেয়া ঋণ মেটাতে গিয়ে মোটা অঙ্কের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। কিন্তু প্রতারিতর তাৎক্ষণিক তৎপরতা ও তদন্তকারীদের দক্ষতায় শেষ পর্যন্ত সেই টাকা ফেরত পেলেন প্রতারিত। ঘটনা বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার দারাপুর গ্রামের।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার দারাপুর গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বেসরকারি একটি ঋণদানকারী সংস্থার কাছ থেকে একসময় মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। তারই একাংশ বকেয়া ছিল। মাসখানেক আগে ওই ঋণ প্রদানকারী সংস্থার নাম করে জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি ফোন আসে। ফোনে বকেয়া টাকা মেটানোর অনুরোধ করা হয়। টেলিফোনে অনুরোধ পেতেই বকেয়া প্রায় ২৫ হাজার টাকা ফোন পের মাধ্যমে মিটিয়ে দেন জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। টাকা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি তড়িঘড়ি মেল করে অভিযোগ জানান মুম্বই, মহারাষ্ট্র ও কলকাতার সাইবার ক্রাইম বিভাগে। এরপরই সক্রিয় হয় কোতুলপুর থানার পুলিশ। নিজের দেওয়া টাকা ফিরে পাওয়ার আশা একপ্রকার ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রতারিত।

সম্প্রতি প্রতারিত হওয়া টাকা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ফিরে পান জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এতে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি প্রতারিত ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, দ্রুত ঘটনার তদন্ত শুরু হওয়াতেই এ ভাবে টাকা ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যুবকের রহস্যমৃত্যু, অভিযোগ খুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিয়ের একুশ দিনের মাথায় স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্য। মৃতের দাদার অভিযোগ, ভায়ের স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকায় তার ভাইকে পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম কৌশিক জোয়ারদার (২৮)। মৃত যুবক বসিরহাটের হেমনগর কোস্টাল থানার পাটঘরা গ্রামের বাসিন্দা। তার শ্বশুরবাড়ি বসিরহাট থানার জিরাকপুরের খাঁপাড়ায়। রবিবার একজন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে কৌশিকের ময়নাতদন্ত হয়। মৃতের দাদার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কৌশিকের সঙ্গে গত মে মাসের ১৪ তারিখ বসিরহাটের জিরাকপুরের খাঁপাড়ার বাসিন্দা দীপপ্রিয়া রায়ের বিয়ে হয়। কৌশিক জমি মাপঝোকের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় কৌশিক, স্ত্রী দীপপ্রিয়া ও তার বাবা দ্রোনাচার্য রায় বসিরহাটে আসেন। পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়, এ দিন রাতের খাওয়ার পর শুয়ে পড়ে সকলে। ভোর রাতে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় দীপপ্রিয়ার। স্বামীর মুখ থেকে কেমন একটা শব্দ বের হচ্ছে শুনে পরিবারের অন্যদের ডাকে। এদিকে দীপপ্রিয়ার চিৎকারে পরিবারের অন্যেরা এসে দেখে গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে পড়েছে কৌশিক। তা দেখে কৌশিককে বসিরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। একটা সুস্থ যুবকের হঠাৎ মৃত্যু হল তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কৌশিকের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় কৌশিকের স্ত্রী ও তার পরিবার পরিকল্পনা করে তাকে হত্যা করেছে। কারণ স্ত্রীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। খুনের ঘটনার জন্য মৃতের শ্বশুর দ্রোনাচার্য রায়, স্ত্রী দীপপ্রিয়া রায়, শালা মৈনাক রায় ও তাদের এক মাসিমা আশালতা রায়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে, কৌশিকের পরিবারের দাবি থানায় অভিযোগ করার পরেও পুলিশ সঠিক তদন্ত করছে না।

বাপেরবাড়িতে থাকা স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধা

অবসাদে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্ত্রীকে কাছে না পেয়ে, তার জন্য ভালোবাসার রিলস বানিয়ে ব্রিজ থেকে নদীতে মরণ ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালেন সদ্যবিবাহিত স্বামী। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুখুরিয়া থানার পুখুরিয়া ব্রিজ এলাকায়। এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার কালিন্দি নদীতে স্নান করার সময় কিছু মানুষ মাঝ নদীতে ওই যুবককে ঝাঁপটাতে দেখেন। এরপর তারা সাঁতরে কোনওরকমে গুরুতর জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে। এদিকে ওই যুবকের মারণ ঝাঁপের খবর পেয়ে পুখুরিয়া ব্রিজ এলাকায় তদন্তে পৌঁছয় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। পাশাপাশি আহতকে উদ্ধারের পর রতুয়া ২ ব্লকের আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে ওই যুবকের পরিবার হাসপাতালে ছুটে যান। এই ঘটনায় শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে আহত যুবকের পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতের নাম জিয়াউল হক (২৮)। তাঁর বাড়ি ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীঘাট এলাকায়। মাস কয়েক আগে পুখুরিয়া থানার গোলাশিবগঞ্জ এলাকায় এক যুবতী বিউটি খাতুনকে বিয়ে করে ওই যুবক। পেশায় দিনমজুর ওই যুবক বিয়ের কয়েক দিন পর ভিন রাজ্যে কাজে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই বাবার বাড়িতে ছিলেন ওই নববধূ। কুরবানীর ইদ উপলক্ষ্যে মালদায় এসে স্ত্রী বিউটিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনার জন্য যান তিনি। কিন্তু সেই থেকে শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ। স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে যেতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই এদিন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার একটি রিলস তৈরি করেই আচমকার পুখুরিয়া ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয় ওই যুবক।

এই ঘটনায় উদ্ধারকারী কুরবান আলির বক্তব্য, ব্রিজ থেকে মাঝ নদীতে যেভাবেই যুবকটি ঝাঁপ দিয়েছিল, তাতে ভেবেছিলাম হয়তো সে মরেই গিয়েছে। কিন্তু জলের গভীরতা এবং কচুরিপানা বেশি করে থাকায় সে বেঁচে যায়। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। মৌখিকভাবে শ্বশুরবাড়ি নির্যাতনের কথা আহত যুবকের পরিবার জানিয়েছে।

দাসপুরে গণপিটুনিতে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার সকালে দাসপুর থানার চাঁইপাট এলাকায় গণপিটুনিতে এক যুবকের মৃত্যু হল। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুরজিৎ জানা (২৬)। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সুরজিৎ বুধবার রাতে তার খুড়তুতো বোনের বিছানায় শুয়ে পড়ায় বোন চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন ছুটে এসে সুরজিৎকে মারধর করতে থাকে। সেই সময় কোনওরকমে প্রাণ হাতে পালিয়ে যায় সে। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরে বোনের বিছানায় শুয়ে পড়া নিয়ে সাফাই দেওয়ার সময় পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়। তারই মধ্যে সুরজিৎকে মারতে থাকে এলাকাবাসী। তুমুল বচসার সময় এলাকার বেশ কয়েকজন সুরজিৎকে মারধর করায় রাস্তাতেই সে লুটিয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পাড়া-প্রতিবেশিদের মতে, সুরজিৎ মোটেই ভালো ছেলে ছিল না। তার নামে একাধিকবার এরকম অভিযোগ উঠেছে।

তীব্র গরমে স্কুলে ওয়াটার বেলের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: তীব্র গরমের হাত থেকে বাঁচতে অভিনব উদ্যোগ বিষ্ণুপুর চৌকান সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়। নোটিশ বোর্ডে নোটিস টাঙানো হয়েছে সাড়ে এগারোটার পর থেকে প্রতি আধ ঘণ্টা ছাড়া ছাড়া মোট ৬ বার ওয়াটার বেল বাজবে শিশুদের জল খাওয়ার জন্য এবং দুপুর সাড়ে বারোটায় একটি ঘণ্টা বাজবে, লেবু-নুন-চিনির জল খাওয়ার জন্য। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবারও সাড়ে বারোটার সময় ছাত্রছাত্রীরা একটি ঘণ্টার শব্দ শুনেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে অফিস রুম থেকে নিজের নিজের গ্লাস নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দিদিমণি একের পর এক শিশুর গ্লাসে তুলে দেন শরবত। শরবত খেয়ে খুব খুশি ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, তীব্র গরমে শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে এবং ডি-হাইড্রেশেনে যাতে না পড়তে হয় তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পথ নিরাপত্তায় সচেতনতার র‍্যালি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পথচলতি মানুষ থেকে জনসাধারণের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিতে নাদনঘাট থানার উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। পথ নিরাপত্তা নিয়ে মানুষকে সচেতন করাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সামান্য কিছু সচেতনতা যেমন সব সময় হেলমেট পড়ে বাইক চালানো, গাড়ির গতি সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা, বাইক বা গাড়ি চালানোর সময় ফোনে কথা না বলা, মদ্যপান করে বাইক বা গাড়ি না চালানো, দুইয়ের অধিক বাইকে আরোহণ না করা ইত্যাদি।

সামান্য কিছু সাবধানতা মেনে চললে এড়ানো যেতে পারে সড়ক দুর্ঘটনা। ওসি (ট্র্যাফিক) মানস অধিকারীর নেতৃত্বে নাদনঘাট থানার পুলিশকর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং পারুলডাঙা নসরতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ প্রোগ্রামের র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। পারুলডাঙা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়ে এসটিকে রোড ধরে কুটিরডাঙা মোড় পর্যন্ত গিয়ে আবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। ওসি ট্র্যাফিক মানস অধিকারী জানান, সাধারণ মানুষের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এদিনের এই অনুষ্ঠান। সচেতনতামূলক এই প্রোগ্রাম আগামী দিনেও হবে বলেও তিনি এদিন জানান।

বিনা পাসপোর্টে ভারতে এসে গ্রেপ্তার যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বিনা পাসপোর্টে ভারতে এসে কালনা থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন এক যুবতী। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুপুরে কালনা মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জানা গিয়েছে, ধৃত ওই মহিলার নাম শিল্পী আক্তার। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের খেজুরবাড়ি, দাসপাড়া এলাকায়। বুধবার রাতে কালনার খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় তাঁকে ঘোরাফেরা করতে দেখে, কালনা থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানতে পারে তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর পাসপোর্ট বন্ধু নিয়ে নিয়েছেন বলেও তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন। তবে কী উদ্দেশ্যে তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। কালনা আদালতে যাওয়ার পথে ওই যুবতী জানান, তাঁকে তাঁর বান্ধবী পাচার করে দিয়েছেন। তবে কী উদ্দেশ্যে এমন করেছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছুই জানাননি তিনি।

রোজগারের তাগিদে নাতনিকে নিয়েই টোটো চালান মুন্নি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগরের এক দিদা নিজের নাতনিকে লালনপালন করার জন্য প্রতিদিন তাঁকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন দৈনন্দিন রোজগারের জন্য। সংসার সামলাতে তিনি টোটো চালান। সেই টোটোর সামনে তাঁর সঙ্গে থাকেন তাঁর ছোট্ট নাতনি। এমনই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় চন্দননগরে।

চন্দননগরের বারাসত এলাকার বাসিন্দা মুন্নি ধারা। বয়স কম করে পঞ্চাশের দোরগোড়ায়। তাঁর স্বামী পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে থাকেন তিনি তাঁর ছেলে, তাঁর স্বামী ও তাঁর এক নাতনি। ছেলেও স্কুলে পড়ে।

ছেলের পড়াশোনা বাড়ির খরচ ও নাতনির খরচ সামলানোর জন্য তিনি একটি ভাড়ার টোটো চালান। সংসার সামলে তিনি টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রোজগারের তাগিদে। তবে বাড়িতে তাঁর আর কেউ নেই যে তাঁর ছোট নাতনিকে সামলাবে। তাই টোটো চালানোর সময় ছোট্ট দেড় বছরের নাতনিকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন রোজগারের তাগিদে।

চন্দননগর ভদ্রেশ্বর মানকুন্ডু এই সমস্ত জায়গায় তিনি টোটো নিয়ে ভাড়া খাটেন। তার সঙ্গে যে নাতনি থাকে, সে হল তার মেয়ের মেয়ে। অভাবের সংসারে তাই ছোট নাতনিকে সঙ্গে করে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হয় টোটো চালাতে। এই বিষয়ে ওই মহিলা মুন্নি ধারা বলেন, তাঁদের নিজস্ব কোনও বাড়ি নেই তাঁরা ভাড়ার বাড়িতে থাকেন। স্বামী সামান্য রাজমিস্ত্রির কাজ করে তাতে তাঁর যে উপার্জন হয় তা দিয়ে দু'বেলা সংসার খরচ জোটে না। তাই সংসারের হাল ধরতে বিগত দু'বছর যাবত তিনি বেরচ্ছেন টোটো নিয়ে। তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে তাঁর মধ্যে এক মেয়ের মেয়ে থাকে তাঁর কাছে। সেই নাতনিকে নিয়েই মুন্নি বেরিয়ে পড়েন কাজে। কারণ কাজ না করলে তাঁর সংসার চলবে না। আর বাড়িতে কেউ থাকে না যে তাঁর নাতনিকে দেখবে। তাই তিনি যখন কাজে বেরন, তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তাঁর ছোট্ট দেড় বছরের নাতনিকে।

মুন্নির জীবন সংগ্রামের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকার অন্যান্য মহিলারা। এলাকার স্থানীয় এক মহিলা তিনি জানান, বর্তমান সময়ে যখন ছেলে মেয়েরা মা-বাবাকে দেখে না সেখানে নিজের নাতনির জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তার দিদা তা সাধুবাদযোগ্য।

ইতিহাসের পাতা থেকে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

বিমান দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ বলিউড

মুম্বই, ১২ জুন: বৃহস্পতিবার দুপুরে আমদাবাদ থেকে যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে বিমানবন্দরের কাছেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই-১৭১ বিমানটি। দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে বিমানের সকল যাত্রীরই। এই ঘটনায় আতঙ্ক ধরিয়েছে বলিউডের তারকা মহলেও। অক্ষয় কুমার থেকে শুরু করে ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট, পরিনীতি চোপড়া, সোনু সুদ, নীল নিতিন মুকেশ প্রমুখরা নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছেন ও নিজেদের সমবেদনা জানিয়েছেন। অভিনেত্রী জাহ্নবী কপূর লেখেন, 'এই ঘটনা ভিতর থেকে নাড়া দিয়েছে, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার পরে কথা বলার মতো অবস্থায় থাকে না মানুষ। বিমানের যাত্রী ও কর্মীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' অভিনেতা অক্ষয় কুমার লেখেন, 'আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি। প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখতে পাচ্ছি না।' ভিকি কৌশল লেখেন, 'এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার খবরটা শুনলাম, ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। কেবল প্রার্থনা করতে পারি আমরা।'

শোকপ্রকাশ সনিয়ার

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ সনিয়া গান্ধি। তিনি জানিয়েছেন, আমদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। যাত্রী এবং ক্রু মেম্বারদের প্রতি আমার সমবেদনা। দৃশ্যগুলি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। সমগ্র দেশ শোকে স্তব্ধ।

শোকপ্রকাশ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর

মুম্বই, ১২ জুন: আমাদাবাদে বিমান দুঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তিনি জানিয়েছেন, আমদাবাদ বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক এবং এই ঘটনায় আমি মর্মাহত।

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলিউড প্রযোজক হার্ভি ওয়াইনস্টিন

নিউইয়র্ক, ১২ জুন: নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের একটি আদালত হলিউডের বিতর্কিত প্রযোজক হার্ভি ওয়াইনস্টিনকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করল। ওয়াইনস্টিনকে মিরিয়াম হেইলি নামে এক মহিলাকে ২০০৬ সালে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে, অভিনেত্রী কায়া সোকোলাকেও ২০০৬ সালে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

অন্যদিকে, অভিনেত্রী ও হেয়ারস্টাইলিস্ট জেসিকা ম্যান অভিযোগ করেছেন, ওয়াইনস্টিন তাকে ২০১৩ সালে ম্যানহাটনের একটি হোটেলে ধর্ষণ করেছিলেন। এই অভিযোগে এখনও জুরিরা কোনও সাজা ঘোষণা করেননি। তারা কিছুটা সময় নিয়ে পরে এই বিষয়ে রায় দান দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, জুরির রায় ঘোষণার আগে আদালতের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে সাজা বাতিলের আবেদন করে ওয়াইনস্টিন। বিচারককে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'এটা আমার জীবনের প্রশ্ন।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ন্যায়বিচার পাচ্ছি না, আপনি আমাকে বিপদের মুখে ফেলছেন।'

অপরদিকে, হার্ভি ওয়াইনস্টিনের বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ে স্বস্তি পেয়েছেন নির্যাতিতা মিরিয়াম হেইলি। এক সংবাদিক সম্মেলনে হেইলি বলেন, এই রায় আমাকে আশাবাদী করেছে। যৌন হয়রানি নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে, ন্যায় বিচার পেলে মহিলারা আরও সাহস পাবেন। তবে, ওয়াইনস্টিন নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন। তার আইনজীবীরা বলেন, যারা প্রযোজকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন সবটাই মিথ্যে।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েত খুন

পুরী, ১২ জুন: বুধবার পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার কঠোর নিরাপত্তার মাঝেই খুন সেবায়েত। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, রাস্তার ধারে অশীতিপর এই সেবায়েতের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। পুরীর গুড়িয়াশাহীর রাবেণী চৌরায় ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিক তদন্তে এটিকে খুন বলেই সন্দেহ করছে পুলিশ। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সুপার বিনীত আগরওয়াল সংবাদ সংস্থাকে বলেন, 'প্রাথমিক ভাবে এটিকে খুনের ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

ওই সেবায়েতের নাম জগন্নাথ দীক্ষিত (৮৩)। বৃদ্ধ সেবায়েত মন্দিরের একজন সুপকার অর্থাৎ রাঁধুনি ছিলেন। বুধবার রাবেণী চৌরা এলাকায় রাস্তার ধারে জগন্নাথের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ঘটনাটি ধরা পড়েছে। সেই ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েও পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে দুপুরের কোনও এক সময়ের দৃশ্য। সে সময় রাস্তায় লোকজন কম ছিল। সেই সুযোগে এক যুবক সেবায়েতের দেহটি রাস্তার পাশে ফেলে যাচ্ছেন। ওই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশও। ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক জনকে আটক করা হয়েছে। ওই সেবায়েতের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দেশে করোনা আক্রান্ত ৭ হাজারের বেশি, মৃত ৩

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: দেশজুড়ে ফের করোনার চোখরাঙানি। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জানা গিয়েছে, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭,১৫৪ জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার ৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৩ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক রয়েছে। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,১৫৪ জন হয়েছে। বিগত বেশ কয়েকদিনে ৯৫৫৬ জন রোগী এই সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন। কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২,১৬৫। এরপর রয়েছে গুজরাত। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, সেখানে ১,২৮১ জন করোনা আক্রান্ত।

দিল্লিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: দিল্লিতে লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বেশ কয়েকটি এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গিয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত এমন পরিস্থিতি চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। তবে রাতে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে কিছুটা বৃষ্টিও হতে পারে। দুপুরের দিকে খুব প্রয়োজন হলে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকেরা। আবহাওয়াবিদদের দাবি, দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিন-চার দিন ধরে এই তাপমাত্রা চলবে। তারপরে বৃষ্টি আংশিক স্বস্তি দিতে পারে।

ইরানে আক্রমণের জন্য ইজরায়েল তৈরি, আশঙ্কা মার্কিন আধিকারিকদের

ইরাকের মার্কিন দূতাবাস আংশিকভাবে খালি করার নির্দেশ আমেরিকার

তেহরান, ১২ জুন: ইজরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, অন্যদিকে তেহরান আক্রমণের ক্ষেত্রে ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মার্কিন রিপোর্টে প্রকাশ। বৃহস্পতিবার সকালে ইরানের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তেহরানকে ইজরায়েলি আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করেছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা একটি দেশ। তিনি আরও বলেন, ইরানের ঊর্ধ্বতন সামরিক ও সরকারি কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই এই ধরনের হামলার জন্য বৈঠক করেছেন, এছাড়া হামলা প্রতিহত করতে ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা করছে, পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় ইরান ইরাকে থাকা মার্কিন স্থাপনাগুলোর ওপর হামলা চালাতে পারে। পলে মার্কিন নাগরিককে মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। মার্কিন সরকারি সূত্র জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে বাগদাদে অবস্থিত অপ্রয়োজনীয় মার্কিন দূতাবাসের কর্মী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের ইরাক থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। এছাড়া মার্কিন আধিকারিকরা তাদের কর্মীদের বাইরে চলাফেরাতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অনুমান, ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক বিষয়ক আলোচনা স্থগিত থাকার কারণে এই হামলার প্রস্তুতি। যদিও জানা যাচ্ছে, মার্কিন মাধ্যপ্রাচ্য কূটনীতিবিদ স্টিভ উইটকফ আগামী রবিবার পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনায় বসবেন। ইরান বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আর্গছির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন স্টিভ এবং পারমাণিবিক বিষয়ে আলোচনা করবেন। এবিষয়ে ওয়াশিংটনের কেনেডি সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, 'বাগদাদ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তাই ইরাকে বসবাসকারী আমেরিকানদের সেখান থেকে সরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক কী হয়।' তিনি আরও বলেন, 'আমেরিকা চায় না ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করুক, আমরা তা হতে দেব না।'

ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাতে এখনও রাজি নন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী!

লন্ডন, ১২ জুন: বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। সূত্রের খবর, ইউনূসের ৪ দিনের লন্ডন সফরে তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল, স্টার্মারের সঙ্গে লন্ডনে হাসিনার কোটি কোটি টাকার পাচারের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যাতে পাচার হওয়া টাকা দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু স্টার্মার এখনও সেই সাক্ষাতে রাজি হননি বলেই জানিয়েছেন ইউনূস।

ইউনূস বলেছেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, পাচার হওয়া টাকা বাংলাদেশে ফেরানোর যে চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ, তাকে উনি সমর্থনই করবেন। কারণ, ওটা হাসিনার চুরির টাকা। ইউনূস আরও বলেন, বাংলাদেশ যাতে পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার করতে পারে, তার জন্য লন্ডনের আইনি এবং নৈতিক ভাবে সাহায্য করা উচিত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/039(e)/2024-25(3rd Call) Date-12.06.2025
1.Construction of M.S. roof shed at Community hall Makhla (3rd Floor) near Debiswari in Ward No-23. Bid Submission Closing Date- **30/06/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

OFFICE OF THE BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR DIST:- MURSHIDABAD UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK
Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIT NO:- 04/BANNYESWAR GP/ 15TH CFC/2025-26, DATE:-09.06.2025.
The last date for submission of all tender is **20/06/2025 up to 14.00 Hours.** For details please visit web site **htpp://wbtenders.gov.in** as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat

W.B.S.R.D.A.
South 24 Parganas Division
TENDER NOTICE
e-NIT No: 03/EE/WBSRDA/S24/RSM/2025-26 dt 12.06.2025 The executive Engineer, WBSRDA, South 24 Parganas Division invites one no. percentage rate, **e-NIT No: 03/EE/WBSRDA/S24/RSM/2025-26 dt. 12.06.2025. The last date of bid submission for one number of NIT is 28.06.2025 at 17:00 hours.** Details of which may be viewed in the Website **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Executive Engineer & Head of PIU
WBSRDA, South 24 Parganas Division

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. ET. No. 75/WS/ Eng/25 Dt. 24-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
Under Murshidabad-Jiaganj Panchayat Samity Rampur, Hasanpur, Murshidabad
Email-Dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 01/DGP/2025-2026 Dated: 12-06-2025.** The last date for online submission of tender **26-06-2025 (Thursday) upto 11:00 Hours.** For details is please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Nasima khatun
(Pradhan, Dangapara G.P.)

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting **e-Tender No. : UKM/PWD/008(e)/2025-26 Date- 19/05/2025.** 1. Construction of Covered drain at Kanthal Bagan Bazer (North Side) near Gita Sweets to Jn. Of Rajendra Avenue in ward No-11. **The bid Submission Closing date is hereby extended up to 17-06-2025 in place of 09-06-2025. Date Corrigendum published. For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
1. N.I.T. No. – WBMAD/ULB/RSM/ 93/25-26 Dated 12.06.2025
E-Tenders are being Invited for : Name of Work : INSTALLATION OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT, EACH HAVING 5 NOS OF 110W LED FLOOD LIGHT FITTING (MODEL BVP192 LED 110 CW) IN THE FOLLOWING LOCATIONS IN WARD NO 02. RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY UNDER SONARPUR UTTAR AC WARD NO 02.(i)NABAPPLY LOKENATH MANDIR.(ii)AMANTRAN MORE (iii) UTTARPARA SHOP OF BIHARI. (iv) HOUSE OF DILIP MAZUMDAR. (Estimated Scan No. 286961). a) Date of uploadation : 13.06.2025 at 11-00 hrs. b)Tender Value : Rs:4,29,181.48. c) Documents download starting date & time: 13.06.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender : 20.06.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid : 23.06.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid : To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Sahebnagar Gram Panchayat
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No-Re 2nd MSD/JALANGI/ SAHEBGP/ 02/2025-26/15th CFC, vide memo no-871/1(12)/SAHEBGP/ 2025-26, Dt-12/06/2025, Last date of submission of bid (online)- **20/06/2025 up to 10.30 AM** For details please visit website: **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P.
Jalangi Block, Murshidabad

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-25 of 2025-2026 Dated 11.06.2025
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-08/2025-26, Sl.-1 (1st Call), NIT No. WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-07/2025-26, Sl. 1-6 (2nd Call), Date 09.06.2025, WB/HZP/ SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26, Sl. 1-5 (5th Call), WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-03/2025-26, Sl. 1-3 (4th Call), NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-05/ 2025-26, Sl. 1-2 (2nd Call), Date- 10.06.2025 & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-09/ 2025-26, Sl. 1 (1st Call), Date- 12.06.2025. Bid Submission Start Date: **10.06.2025 (08, 07), 11.06.2025 (01, 03, 05) & 13.06.2025 (09) at 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **18.06.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **20.06.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- ,Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

Office of the Bhakuri-II Gram Panchayat
Vill.-Belpukur P.O.-Balarampur P.S. & Block-Berhampore * Dist.- Murshidabad (W.B.)" Pin-742165
NIeT No- 02 & NIeT No- 03/2025
1) Download tender documents from- **13/06/2025, at 17:00 hours.** 2) Tender documents submision from- **13/06/2025, at 17:30 hours.** 3) Tender documents submission up to **-02/07/2025, at 13:00 hours.** 4) Technical bid opening- **04/07/2025, 13.00 hours.** 5) Financial bid opening-**07/07/2025, at 11.00 hours.**
Sd/- Prodhan
Bhakuri-II Gram Panchayat

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/005(e)/2025-26 (2nd Call), Date-12.06.2025
1. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality.ZONE-1 (Ward no. 1 to Ward no. 4). 4. Inter Connection Between New 20 mm dia HDPE Pipe to Old Existing 20 mm dia Pipe Line at Different wards under UttarparaKotrung Municipality. ZONE-4 (Ward no. 12 to Ward no. 15). Bid Submission Closing Date- **28/06/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/012(e)/2025-26, Date-12/06/2025
1. Operation and Maintenance of Valves in Water Supply Distribution line to supply treated surface water through ESR area covered in ward no. 20, 21, 22, 23, 16, 17, 18, 19 including supply of nut bolts and necessary accessories and periodical greasing as required under UttarparaKotrung Municipality for one year. Bid Submission Closing Date- **27/06/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

Inviting Tender Quotations
Memo No. 168/25/ GGDCC/Tender
Dated: 10.06.2025
Sealed quotations are being invited from vendors for procurement of items/service as follows: Supply of Lab Equipment, Chemical, Glassware, Book & Journal, Sports item, ID Card, Office Stationaries etc. AMC for CCTV, Computer, Printer, Projector, Photocopier, AC Machine, Water Purifier etc, Online admission & website maintenance. For details visit: **www.chapragovtcollege.org** from **14.06.2025.**
Sd/- Principal
Govt. General Degree College, Chapra.

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেল স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য (**সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রের জন্য) সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের কাছ থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র. নং. ১। এনআইটি নং ৩২_২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের অধীনে সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে পিডিএ, এসএলজি, বিসিজিএম, বিওআই ও ডিবিপি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তলের উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,৮৩,৬৭,৯৭৫.১৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৪১,৮০০ টাকা। **ক্র. নং. ২। এনআইটি নং ঃ ৩৩_২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের অধীনে সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে বিজিএফ, এমওয়াইএম, এনএমএফ, এইচওয়াইজি ও জিএফএই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করে প্ল্যাটফর্ম তলের উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,৮৩,৬৮,০০৬.৭৭ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৪১,৯০০ টাকা। **ক্র. নং. ৩। এনআইটি নং ঃ ৩৪_২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনের অধীনে সিনি. ডিইএন/১/হাওড়ার অধিক্ষেত্রাধীনে বিবিএই, বিডিসি, এমইউজি, টিএলও এবং কেএইচএন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করে প্ল্যাটফর্ম তলের উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭,২৬,৬৫,৫০৭.৪৯ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,১৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য প্রত্যেকটির জন্য। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** (১২) বারো মাস প্রত্যেকটির জন্য। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৭.২০২৫-এ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান**—ই. টেন্ডারিংয়ের জন্য বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) প্রদান ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), উপরোক্ত ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-141/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/20/25-26/ 2ND Call Dated 12.06.2025	The Construction of Proposed U/G Pipe Line [Dia = 600mm(NP3)] & Bituminous Road (Length 268.00m) inside Bikrampur opposite Pepsi of Ward No.-28 under Rajpur- Sonarpur Municipality.	Rs. 43,20,290.00

Bid Submission end date: **28.06.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT
RUDRANAGAR, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTender are being invited from the bidders w.r.t.Tender **2025_ZPHD_862766_1, 2025_ZPHD_862766_2, 2025_ZPHD_862766_3, 2025_ZPHD_862766_4, 2025_ZPHD_862766_5.** Last date of tender dropping **20-06-2025 up to 12 P.M,** and opening date of the tenders **23-06-2025 at 12.00 P.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- PRADHAN
RUDRANAGAR GRAM PANCHAYAT

Kautala Gram Panchayat
Vill – Rajuakhaki , P.O Pakurtala,
P.S – Raidighi, Dist. – South 24 Parganas
On behalf of Kautala Gram Panchayat under Mathurapur II Block of South 24 Parganas district we invite bids for various kind of work Vide **NIT No. 141/KGP/2025 (4 no Tubewell), 142/KGP/2025** (Solar Light) Dated **13/06/2025** within the GP area. For more details visit to our GP office Notice Board or visit **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan,
Kautala GP

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 7/25-26/FCXV/T Dated 12.06.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **28.06.2025 up to 12** noon. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
1. Name of the Work: Hiring and fixing gadget for photography work within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/NULM/ 94/25-26 Dt. 12.06.2025
Submission started date: **13.06.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **21.06.2025 at 17-30 hrs.** Technical opening date: **23.06.2025 at 17-30 hrs.** For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

Tender Notice
On behalf of **Brajaballavpur Gram Panchayat** of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for

S.N.		NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1	Construction of Double Soling BP Road	**1)** from the house of Mahadeb Bagari towards the Sambhu Das of Bharat Samanta, Scheme Cost- 169528.00, **NIT -266/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **2)** from Patrapara Manasa Mandir towards westside Anchal Road, Scheme Cost- 194111.00, **NIT -267/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **3)** from the house of Saraswati Masnna towards the house of Harekrishna Giri, Scheme Cost- 169528.00, **NIT -268/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **4)** from the house of Nakul Mondal towards the house of Golok Ranjit, Scheme Cost- 169528.00, **NIT -269/ 15th FC Untied/NIT/BGP/2025** **5)** from the house of Uttam Maity towards the house of Haripada Das, Scheme Cost- 171214.00, **NIT -270/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **6)** from the Pond of Bimal Dinda towards Nadi bundh, Scheme Cost- 171551.00, **NIT -271/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **7)** from the house of Dipti Bikash Jana towards the house of Rabin Maity, Scheme Cost- 224309.00, **NIT -272/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025** **8)** from the house of Patit Jana towards the sima of Bharat Samanta,Scheme Cost- 168274.00, **NIT -273/ 15th FC Untied/NIT/BGP /2025**

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1 is: **24/06/2025, 2-00 p.m.**
For details Pradhan Mob-9593018053 Up Pradhan Mob-7407741092/brajaballavpurgrampanchayaet@gmail.com
Sd/- Prodhan, **Brajaballavpur Gram Panchayat**

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 361, KOLKATA, FRIDAY, 13 JUNE 2025, PAGE 8

দায়িত্ব দেওয়া হোক ভারতীয় কোচের হাতে, মত প্রাক্তনীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হংকং-এর বিরুদ্ধে হারের পর ভারতীয় দলের ২০২৭ সৌদি আরব এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জনের আশা প্রায় নেই বললেই চলে। সুনীলদের খেলায় হতাশ ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। কোচ মানালো মারকুয়েজের পদত্যাগও হয়তো সময়ের অপেক্ষা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করবে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সম্ভবত সেখানেই মানালোর বিদায় ঘোষণা হবে। নতুন কোচ কে হবে সেই নিয়ে জল্পনা চলছে। শোনা যাচ্ছে, নতুন কোচ হিসেবে এআইএফএফের শর্টলিস্টে রয়েছেন সঞ্জয় সেন ও খালিদ জামিলের নাম। প্রাক্তন ফুটবলার থেকে শুরু করে ময়দানের অভিজ্ঞ কোচেরা সকলেই বলছেন, আর বিদেশি কোচ নয়। সুনীলদের কোচিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হোক কোনও ভারতীয়কেই। 'একদিন' -এর সঙ্গে কথোপকথনে নিজেদের মতামত জানালেন প্রাক্তনীরা।

বাংলাকে সন্তোষ ট্রফি জেতানো সঞ্জয় সেন। অনেকেই বলছেন অভিজ্ঞ এই কোচকে ভারতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়া হোক। সঞ্জয় সেন নিজে বললেন, ক্ষুসমালোচনা করাটাই সব সময় সমাধান নয়। এই জায়গা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সেই পথ খুব শীঘ্রই আমাদেরই খুঁজে বের করতে হবে। খেলা খুব একটা খারাপ হয়নি। শেষ মুহূর্তে একটা খারাপ গোল খেলে গিয়েছে। তবে আমার মনে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, কোচ মানালো কি ভেবে আশিক কুরুনিয়ানকে নামালেন, সুহেল ভাটকে সুযোগ দিলেন না। সাম্প্রতিক সময় আশিক কটা গোল করেছে? সুনীলকে অবসর থেকে ডেকে আনা হচ্ছে, অথচ তরুণরা সুযোগ পাচ্ছে না! সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক নামই ভেসে আসে। তবে বিদেশি কোচেরা তো ভালো ফল দিতে পারলেন না। ভারতীয় কোচেদের দায়িত্ব দেওয়া হোক। এর থেকে তো খারাপ কিছু হবে না!

ভারতীয় দলের আক্রমণ ভাগে খেলা দীপেন্দু বিশ্বাস মনে করছেন খালিদ জামিলের মতো কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। দীপেন্দু বিশ্বাস বলেন, এটা দুঃখজনক, আমাদের র‍্যাঙ্কিংও দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এখন বিদেশি কোচদের ছেড়ে ভারতীয় কোচের দিকে নজর দেওয়া উচিত। আইএসএলে সফল ভারতীয় কোচেদের দায়িত্ব দেওয়া হোক। খালিদ জামিলকে দায়িত্ব দিয়ে দেখুক। সঞ্জয় সেনকে সঙ্গে রাখা হোক। অতীতে ভারতীয় কোচেরাই ভারতকে সাফল্য এনে দিয়েছে।

জাতীয় দলের প্রাক্তন লেফট ব্যাক অলোক মুখার্জিরও একমত। দায়িত্ব দেওয়া হোক কোনও ভারতীয় কোচকেই। তিনি বলেন, এর আগে আমাদের এইরকম দিন দেখতে হয়নি। আমাদের থেকে নীচের সারির দলগুলি এগিয়ে যাচ্ছে। কোয়ালিফাই করছে, আমরা পারছি না। মানালোকে দায়িত্ব দেওয়ার আগে ভাবা উচিত ছিল। যিনি একজন ক্লাবে কোচিং করাচ্ছেন, তিনি কোনও ভাবেই জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে পারেন না। আর বিদেশি কোচের উপর টাকা খরচ না করে ভারতীয় কোচ আনা হোক অবশ্যই।

ময়দানের অভিজ্ঞ কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য আইএসএলের 'এজেন্ট রাজ' নিয়ে বিস্ফোরক। তিনি বলেন, এক কথায় বলতে গেলে, ভারতীয় দলের এই খেলায় আমি হতাশ। আক্রমণ, ডিফেন্স, মাঝমাঠ সব বিভাগেই দলগত ফুটবল খেলছে না ভারতীয় দল। খেলাটা হচ্ছে এককেন্দ্রিক। গোটা ম্যাচ জুড়ে কোচ মানালো কি করলেন বুঝিনি। ভারতীয় ফুটবলে অনেক কিছু বদল করতে হবে। আইএসএল আসায় কি উন্নতি হয়েছে? আমাদের দেশের সর্বোচ্চ লিগে অবনমনই নেই। এজেন্ট রাজ চলছে আইএসএলে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ

শক্তিশালী দল ঘোষণা করল রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ১২ জুন: নতুন কোচের অধীনে নতুন মিশনে নামছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপকে সামনে রেখে শক্তিশালী দল বুধবার ঘোষণা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

মূল দলের পাশাপাশি 'বি' দলের একাধিক খেলোয়াড়কে নিয়ে ৩৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ শাবি আলোনসো। যেখানে আছে একাধিক চমক।

কোচ হিসেবে রিয়ালে তার যাত্রাটা শুরু হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে। আগামী ১৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণ এ আসর।

রিয়াল মাদ্রিদ স্কোয়াড

গোলরক্ষক: কোর্তোয়া, লুনিন, ফ্রান গঞ্জালেজ, সার্জিও মেস্ত্রে

ডিফেন্ডার: কারভাহাল, মিলিতাও, আলাবা, আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, লুকাস ভাজকেজ, ফ্রান গার্সিয়া, রুডিগার, মেন্ডি, হাসন, ইউসেফ, জ্যাকোবো, আসেনসিও, ফোর্তেয়া, দিয়েগো আগুয়াদো।

মিডফিল্ডার: বেলিংহাম, কামাভিঙ্গা, ভালভার্দে, মদ্রিচ, চুয়ামেনি, আরদা গুলার, সেবায়োস, চেমা, ভিক্টর মুনোজ, মারিও মার্টিন।

ফরোয়ার্ড: ভিনিসিউস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপ্পে, রদ্রিগো, এন্দ্রিক, ব্রাহিম দিয়াজ, গঞ্জালো।

আল-হিলালের বিপক্ষে ১৮ জুন ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে রিয়াল। গ্রুপ 'এইচ' এ তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ পাচুয়া ও আরবি সালজবুর্গ।

বর্ডার-রিচার্ডসের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাস গড়লেন স্টিভ স্মিথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ টেস্টের প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজের দুই কিংবদন্তি অ্যালান বর্ডার ও ভিভ রিচার্ডসের রেকর্ড ভাঙলেন স্টিভ স্মিথ।

স্টিভ স্মিথ চার নম্বর পজিশনে ব্যাট করতে নেমে বুধবার ৭৬ বলে ফিফটি পূরন করেন। এই নিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে ১৮ বার ৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেললেন স্মিথ। তাতেই হয়েছে কীর্তি। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে আর কেউ এতগুলো ৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেলতে পারেননি।

এদিন স্মিথ একসঙ্গে টপকে গেলেন দুই ব্যাটসম্যান অ্যালান বর্ডার এবং ভিভ রিচার্ডসকে। তারা দুইজনে ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট ক্রিকেটে ৫০ বা তার বেশি রানের ইনিংস খেলেছেন ১৭টি করে। স্মিথের ১৮টি ইনিংসের মধ্যে রয়েছে আটটি সেঞ্চুরি।

বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ সৌরভ, ইস্টবেঙ্গলের

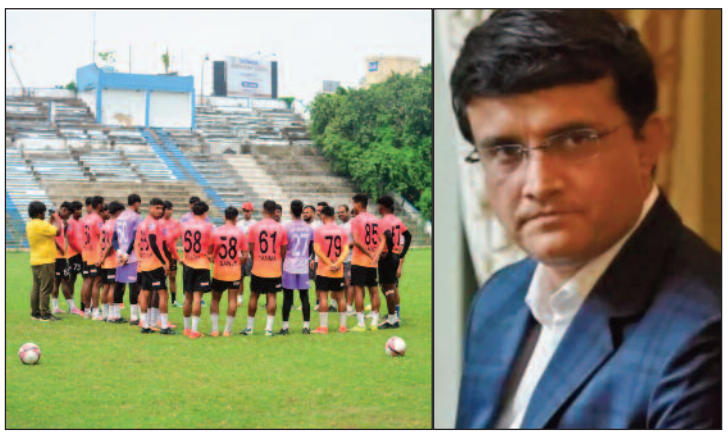

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন শতাধিক যাত্রী। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। তিনি এই দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এছাড়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে। এই শোকবার্তায় বলা হয়েছে যে লন্ডনগামী বিমানের উড্ডয়নের সময় ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে আঘাত করেছে। যাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। যাঁরা এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই।

প্রথম টেস্টের আগে ভারতের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দিলেন ইংল্যান্ড কোচ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর মাত্র একটা সপ্তাহের অপেক্ষা। তারপরেই শুরু হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ২০ জুন থেকে শুরু হচ্ছে লাল বলের এই যুদ্ধ, যার জন্য দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের উত্তেজনা এখন চরমে। তবে এবারের ভারতীয় দলে নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো অভিজ্ঞ তারকারা। মূলত তরুণ ব্রিগেড নিয়েই ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। অনেকেই ভাবছেন, এই অভিজ্ঞতাহীন দল হয়তো ইংল্যান্ডের মাটিতে ব্যাকফুটে থাকবে। কিন্তু ইংল্যান্ডের হেড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ম্যাকালামের মতে, ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাদের হালকাভাবে নিলে ভুল হবে। তিনি বলেন, তভারত খুবই শক্তিশালী একটি দল। তারা ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে। অনেক আশা নিয়ে খেলতে নামবে।দ যদিও তিনি স্পষ্ট জানান, ভারতকে সমীহ করলেও কোনও ছাড় দিতে রাজি নন তারা। তআমরাও তৈরি, চ্যালেঞ্জ নিতে মুখিয়ে রয়েছি,দ বলে জানান তিনি। ইংল্যান্ড দল নিজেও কিছুটা সমস্যায় রয়েছে। চোটের কারণে প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না পেস তারকা জোফরা আর্চার। পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গেছেন মার্ক উড। এমনকি গাস অ্যাটকিনসনের ফিটনেস নিয়েও সংশয় রয়েছে। তবে এই সংকটের মধ্যেও আশাবাদী ম্যাকালাম। তাঁর কথায়, তবোলিং বিভাগে আমাদের বৈচিত্র্য রয়েছে। দলে রয়েছেন ক্রিস ওকস, স্যাম কুক, জিমি ওভার্টন এবং শোয়েব বশিরের মতো প্রতিভাবান বোলাররা। ওরাও নিজেদের প্রমাণ করতে মুখিয়ে আছে।দ প্রথম টেস্ট হবে লিডসে, দ্বিতীয় টেস্ট এজবাস্টনে ২ জুলাই থেকে। লর্ডসে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১০ জুলাই। ২৩ জুলাই থেকে চতুর্থ টেস্ট ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। এবং ৩১ জুলাই থেকে ওভালে শুরু হবে পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট। এখন দেখার, কোচের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে মাঠে কী পারফরম্যান্স দেখান ইংরেজ ক্রিকেটাররা। অন্যদিকে, তরুণ ভারতীয় দলের হাত ধরে নতুন কোনও চমক অপেক্ষা করে আছে কি না, সেটাও নজরে রাখার।

আইপিএলে খারাপ পারফরম্যান্সের জন্য ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতিতে গেলেন রশিদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইপিএলে এবারের মরসুমটা ভালো কাটেনি রশিদ খানের। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে সবচেয়ে বাজে মরসুম কাটিয়েছেন তিনি। তাই এবার ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) এবারের আসরে খেলবেন না এই আফগান অলরাউন্ডার। একই টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আরেক আফগান তারকা অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই।

শুক্রবার থেকে মাঠে শুরু হবে এমএলসির এবারের আসর। সেখানকার ফ্র্যাঞ্চাইজি এমআই নিউইয়র্কের হয়ে খেলার কথা ছিল রশিদ খান ও আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের। কিন্তু আসর শুরুর ঠিক আগেই এই দুই আফগান নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, বল হাতে ব্যক্তিগতভাবে আসরটা ভালো কাটেনি রশিদের। ৫৭.১১ গড় ও ৯.৩৪ ইকোনমি রেটে ৯ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।

মহামেডানে নতুন ক্রিকেট সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নতুন ক্রিকেট সচিব নিযুক্ত হলেন বাঙ্কারহিল কর্তা কনিষ্ক শীল। বৃহস্পতিবার ক্লাব টেন্টে সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন এবং ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সিনিয়র সদস্যদের উপস্থিতিতে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কনিষ্ক শীল বলেন, ক্ষুদীপক ও বাঙ্কারহিল ভালো দায়িত্ব পালন করেছিল। সেই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। ধীরে ধীরে খেলোয়াড় নথিভুক্ত করব।ক্ষু এছাড়াও এআইএফএফের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির তরফে চিঠি দিয়ে মহামেডানের উপর এক বছরের জন্য ট্রান্সফার ব্যান আরোপ করা হয়েছে। সেই বিষয়ে এআইএফএফ -কে চিঠি দেওয়া হবে বলে জানালেন ক্লাব কর্তারা। পাশাপাশি নতুন ইনভেস্টরের বিষয়েও দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদী কনিষ্ক শীল।

মেক্সিকো সিটিতে বিশ্বকাপ ২০২৬ শুরু হওয়ার এক বছর বাকি, উদযাপন ফিফার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেক্সিকো সিটি: ফিফা বুধবার ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের এক বছরের কাউন্টডাউন ঘোষণা করেছে, যা ২০২৬ সালের ১১ জুন উত্তর আমেরিকায় শুরু হবে।

তিনটি দেশ এবং ১৬টি শহরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে ৪৮টি দলের নতুন সম্প্রসারিত পুল থাকবে। এই টুর্নামেন্টটি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ফিফা বিশ্বকাপ। আসন্ন সংস্করণে কানাডা, মেক্সিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেডিয়ামগুলিতে ৬.৫ মিলিয়ন ভক্তের সমাগম ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এক বছর পর, এই গ্রহের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল আসরটি অবশ্যই বিশ্বকে এমনভাবে মোহিত করবে যা আগে কখনও হয়নি, বলেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্টিনো।

এই মাইলফলকটি এমন এক সময় এলো যখন যুক্তরাষ্ট্র নতুন ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ ২০২৫ আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যা আগামী শনিবার ফ্লোরিডার মায়ামিতে শুরু হচ্ছে।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের মহিলা ফুটবল দল নেমে গেল সর্বনিম্ন ৭০তম স্থানে

নয়াদিল্লি, ১২ জুন: বৃহস্পতিবার ফিফা কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় মহিলা জাতীয় দল রেকর্ড ৭০-এ নেমেছে।

সর্বশেষ মে-জুন ট্রান্সফার উইন্ডোতে উজবেকিস্তানের কাছে টানা ম্যাচ হেরেছে ব্লু টাইগ্রেস, এই প্রক্রিয়ায় ৯.৯৩ র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট হারিয়েছে এবং র‍্যাঙ্কিংয়ে আরও এক ধাপ পিছিয়ে যায়।

২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ভারতের মহিলাদের সেরা র‍্যাঙ্কিং ৪৯তম স্থানে ছিল। ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত এটি ৫০-র‍্যাঙ্কের কাছাকাছি ছিল, এর পর থেকে এটি ক্রমাগত পতনের দিকেই রয়েছে।

সর্বশেষ আপডেটটি ভারতীয় মহিলা ফুটবলে আরও দুর্দশা যোগ করেছে, কারণ দুই দিন আগে পুরুষ দল নিম্ন-র‍্যাঙ্কিং হংকংয়ের কাছে হেরেছে, যার ফলে এএফসি এশিয়ান কাপের পরবর্তী সংস্করণে যোগ্যতা অর্জন করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**